Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

মাদক প্রতিরোধে ইসলামের ভূমিকা

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাজহারুল ইসলাম সাঈদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মোহাম্মদ আশিকুর রহমান

রোলঃ ২১৫০০১৫৬৬

৮ ডিসেম্বর,২০২৩ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

মাদক প্রতিরোধে ইসলামের ভূমিকা

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাজহারুল ইসলাম সাঈদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মোহাম্মদ আশিকুর রহমান

রোলঃ ২১৫০০১৫৬৬

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "মাদক প্রতিরোধে ইসলামের ভূমিকা" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে মোহাম্মদ আশিকুর রহমান, আইডিঃ ২১৫০০১৫৬৬ বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাজহারুল ইসলাম সাঈদ
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

নাম:
ডিপার্টমেন্ট:
প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " মাদক প্রতিরোধে ইসলামের ভূমিকা " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাজহারুল ইসলাম সাঈদ উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

(স্বাক্ষর)

মোহাম্মদ আশিকুর রহমান

আইডিঃ ২১৫০০১৫৬৬

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

৮ ডিসেম্বর, ২০২৩ ইং

সূচিপত্র

বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা সংখ্যা
সারসংক্ষেপ	৭
ভূমিকা	৯
মাদক ও মাদকাসক্তি	১০
মাদকাসক্তির কারণ	১০
মাদকাসক্তির ভয়াবহতা	১২
মাদকাসক্তি এবং মস্তিষ্কে পরিবর্তন	১৪
মস্তিষ্ক এবং মাদকাসক্তি	১৪
নিউরোট্রান্সমিটার এবং ড্রাগ আসক্তি	১৫
মাদকের প্রকারভেদ	১৮
বিভিন্ন ধরনের মাদক	২০
মাদকদ্রব্যের ব্যবহার	২৫
প্রাচীন যুগে মাদকাসক্তির উদ্ভব	২৫
প্রাক-ইসলামি যুগে মাদকাসক্তির ইতিহাস	২৭
মাদকাসক্তি প্রতিরোধে কুরআনুল কারিম	৩২
মদ্যপান নিষেধে চূড়ান্ত বিধান	৩৭
মাদকাসক্তির প্রতিরোধে হাদিস নববী	৩৭
মাদক সেবনের আইনগত শাস্তি কি	৪৬
ইসলামি শরিয়তে মাদক দ্রব্যের উৎপাদন ও ব্যবসা	৪৮
ফিক্বহ্বিদগণের অভিমত	৪৮
কোরআনে স্বাস্থ্যের গুরুত্ব	৫১
মদ্যপানে ও মাদকের ক্ষতির দিকসমূহ	৫৪
মদ/অ্যালকোহল সমস্ত পাপের মূল	৫৬
ধূমপানের ব্যাপকতা ও কুফল	৫৯
বিশ্বের বিভিন্ন দেশে মাদক, পরিসংখ্যান ও তথ্য	৭০
গালফ কান্ট্রিগুলোতে ব্যবহার করা মাদক	৭৪
আফগানিস্তানে আফিম উৎপাদন তালেবান সরকার	৭৯
বাংলাদেশে মাদকের আগ্রাসন	৮২
মাদক চোরাচালান	৮২

বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা সংখ্যা
শিক্ষালয়ে মাদকাসক্তি, কারন ও কৌশল	৮২
সরকারের মাদকবিরোধী অভিযান	৮৩
মাদকাসক্তি: যেভাবে হতাশ, বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে একজন মাদকাসক্তের পরিবার	৮৫
সন্তানের মাদকাসক্তি ঠেকাতে বাবা-মায়ের করণীয় কি	৮৬
শিশু-কিশোরদের মাদক সেবন	৮৭
শিশু-কিশোরদের মাদকাসক্তির পরণাম	৮৮
সন্তানের সঙ্গে কথা বলুন মাদকের ব্যাপারে	৮৯
মাদকাসক্তির রেড ফ্ল্যাগ	৯২
সন্তান মাদকাসক্ত হয়ে পড়লে করণীয়	৯৩
উপসংহার	৯৬

بسم الله الرحمن الرحيم

লেখকের কলাম

সমস্ত কৃতিত্ব এবং প্রশংসা আল্লাহর যিনি আমাকে মানুষ হিসাবে সৃষ্টি করেছেন এবং আমরা নবী করিম (সা:) এর উম্মত। আইওএম-এ ভর্তি হয়ে আল্লাহ আমাকে ইসলামী জ্ঞান অর্জনের ক্ষমতা দান করেছেন, আমি আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞ। এই অধমকে আল্লাহ কবুল করুন।

আলহামদুলিল্লাহ! আল্লাহর সাহায্যে **"মাদক প্রতিরোধে ইসলামের ভূমিকা"** শীর্ষক থিসিস লেখাটি শেষ করতে পারলাম। থিসিসটি কুরআন ও হাদিসের আলোকে আলোকে লেখার চেষ্টা করেছি। জানিনা কতটুকু পেরেছি। যে কোন ভুলভ্রান্তি হলে, আমি তা শুধরে নিতে প্রস্তুত আছি।

আমি আমার সমস্ত শিক্ষক এবং অন্যান্যদের ধন্যবাদ জানাই, যারা আমাকে এই কাজটি শেষ করতে সহায়তা করেছেন। যদি কেউ এর থেকে উপকৃত হয় তবে আমি কৃতজ্ঞ থাকব। এই লেখাটি যেন আমার নাজাতের কারণ হয়।

দোয়া দরখাস্ত।

মোহাম্মদ আশিকুর রহমান

Email: ashik_834@yahoo.com

সারসংক্ষেপ

'ইসলাম শান্তির ধর্ম' কথাটি মুসলিম মাত্রেরই মনের কথা এবং অতি সত্য ও বাস্তব কথা। তবে বহুল উচ্চারিত অনেক সত্য কথার মতো এ কথারও মর্ম সঠিকভাবে উপলব্ধি করা প্রয়োজন। কুরআন মাজীদে আলকুরআনের তথা ইসলামের শিক্ষা ও বিধানের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়েছে এভাবে-

يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيْرًا مِّمَّا كُنْتُمْ تُخْفُوْنَ مِنَ الْكِتٰبِ وَ يَعْفُوْا عَنْ كَثِيْرٍ قَدْ جَآءَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ نُوْرٌ وَّ كِتٰبٌ مُّبِيْنٌ يَّهْدِيْ بِهِ اللّٰهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهٗ سُبُلَ السَّلٰمِ وَ يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ بِاِذْنِهٖ وَ يَهْدِيْهِمْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ.

...তোমাদের কাছে আল্লাহর নিকট থেকে এসেছে এক জ্যোতি ও স্পষ্ট কিতাব। যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি পেতে চায় এ দ্বারা তিনি তাদের শান্তির পথে পরিচালিত করেন এবং অন্ধকারসমূহ থেকে আলোর দিকে বের করে আনেন নিজ ইচ্ছায়। আর তাদের পথ দেখান সরল পথ। -সূরা মাইদা (৫): ১৫-১৬

এ আয়াতে 'সালাম' শব্দ আছে। সাধারণত 'সালাম' শব্দের অর্থ করা হয় 'শান্তি'। এ অর্থ ভুল নয়, তবে সূক্ষ্ম অর্থ হচ্ছে 'মুক্তি'। বিপদ ও অশান্তি থেকে মুক্তিই তো শান্তির বড় উপায়। ইসলাম মানুষকে বিপদ ও অশান্তি থেকে মুক্তির পথ প্রদর্শন করে। তাই ইসলাম শান্তির ধর্ম।

ইসলামের কিতাব আলকুরআন মানুষকে নাজাতের পথ দেখায়। কী থেকে নাজাতের? প্রথমত আখিরাতের মহা বিপদ থেকে নাজাতের। ইসলামী আকীদার এক প্রধান বিষয় আখিরাতে ঈমান এবং ইসলামী শিক্ষা-দীক্ষার গোটা ব্যবস্থাটিই তাকওয়া (খোদাভীতি) ও ঈমান বিল আখিরাহ (আখিরাতের উপর ঈমান)-এর উপর ভিত্তিশীল। ইসলামের আকীদা-প্রসঙ্গ হোক বা ইবাদত, লেনদেন হোক বা সামাজিকতা, স্বভাব-চরিত্র হোক বা আচার-আচরণ, সৎকাজের আদেশ হোক বা অসৎকাজের নিষেধ এককথায় মানবজীবনের সব বিষয়ে ইসলামের যে বিশ্বাস ও বিধান তা গ্রহণ ও অনুসরণের মূল প্রেরণা আল্লাহর সন্তুষ্টি ও আখিরাতের নাজাত। এ কারণে ইসলামের করণীয়-বর্জনীয় সকল বিষয়ের সাথে যে পরিভাষাগুলো জড়িত তা হচ্ছে ছওয়াব ও

গুনাহ, জান্নাত ও জাহান্নাম, আল্লাহর সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টি। ইসলামের কোন শিক্ষাটি এমন যেখানে পাপ-পুণ্যের, জান্নাত-জাহান্নামের এবং আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টির প্রসঙ্গ নেই?

আর, যারা কখনো আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পথ অনুসরণ করে না, তারাই সবচেয়ে দুর্ভাগা। দু'জগতই তাদের জন্য জাহান্নাম। তারা শয়তান দ্বারা পরিচালিত হয় এবং প্রতি মুহুর্তে নিষিদ্ধ কাজ দ্বারা নিজেদের অন্তর কালিমায় লেপন করে। শয়তানের প্রতারণা তাদের এক পর্যায়ে মাদকাসক্তির জাহান্নামে নিয়ে যায়। তারা এর মাধ্যমে শান্তি চায়। কিন্তু এটি শেষ পর্যন্ত তাদের জীবন ধ্বংস করে দেয়। এর ফলে তারা তাদের স্বাস্থ্য ও অর্থ হারায় এবং পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের সকল সুখের বিসর্জন দেয়। ইসলাম বার বার আমাদের কে এই পথ পরিহার করার জন্য সতর্ক করে এবং সুস্থ ও সুখী জীবন যাপনের জন্য পথপ্রদর্শক প্রদান করে।

উক্ত থিসিসে মাদক এবং মাদকের আসক্তি, তাদের ব্যবহার, ধরণ এবং সংবেদনশীলতা সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে। এই লেখায় মাদকের উৎপত্তি, প্রাচীন যুগ ও ইসলামী যুগের আগে ও পরে মাদকের ইতিহাসও বর্ণনা করা হয়েছে। কুরআন ও হাদীসের আলোকে ভুক্তভোগীদের জন্য নির্দেশাবলী বর্ণনা করা হয়েছে। মাদকাসক্তদের পারিবারিক জীবনের দুর্দশা এবং কীভাবে তাদের জীবন বহমান তা এখানে আলোকপাত করা হয়েছে। অতঃপর কুরাআন ও হাদিসের সাহায্যে সমাধানের প্রচেষ্টা করা হয়েছে।

মাদকাসক্তির প্রতিকূলতা শরীরের জটিল রোগের চেয়ে বেশি বিপজ্জনক, যা একজন ব্যক্তির কাছ থেকে সবকিছু কেড়ে করে। একমাত্র আল্লাহর হুকুম ও রাসূলসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ অনুসরণই পারে মানুষকে এই ভয়াভহ ছোবল থেকে উদ্ধার করতে এবং দুনিয়া ও আখেরাতে সফলতা দিতে।

আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে ইসলামের পূর্ণ অনুসারী করুন এবং দুনিয়া ও আখিরাতের পূর্ণ শান্তি দান করুন। আমীন ইয়া রাব্বাল আলামীন।

ভূমিকা

মানবজাতি আল্লাহ্ তা'আলার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। তার জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও মেধাই তাকে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে উন্নীত করেছে। সভ্যতা ও চরিত্র গুণে তাদেরকে আলাদা করে চেনার সহজ উপায়। একজন মুসলিম তার ইহ-পরকাল জীবন সুবিন্যস্ত করতে পারে আল্লাহ্র প্রিয় রাসূলের কোমল স্বভাব লালন করার মধ্য দিয়ে। আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনুল কারিমের মহানাদর্শ তাঁরই প্রিয় শ্রেষ্ঠ রাসূলের মধ্যে গ্রথিত করে বিশ্ববাসীকে তা অনুসরণ করার আদেশ করেছেন। ইরশাদ হচ্ছে-"নিশ্চয় আপনিই সর্বোত্তম গুণে গুণান্বিত।"একজন মুসলিমের ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিকসহ সার্বিক জীবন পরিমার্জন করতে গেলে মহানবীর আদর্শ অনুসরণের বিকল্প নেই। প্রাক-ইসলামি যুগে নৈতিকতা ও সভ্যতা হারিয়ে, উদ্ভ্রান্ত হয়ে, মানব সমাজ দিকবিদিক ঘুরপাক খাচ্ছিল। তারা ছিল হিংসা বিদ্বেষ, মদ, জুয়া, কুসংস্কার ও জুলুমে নিমজ্জিত। বিশেষত মাদকাসক্তির অন্ধকার তাদের আছন্ন করে রাখত। । তা তাদের শিরা-উপশিরায় এমন ব্যাপকভাবে বিস্তৃতি লাভ করে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলের মাদকাসক্তির ছোবল থেকে বের হওয়ার কোন উপায় ছিল না। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কোমল স্বভাব দিশারী হয়ে সভ্যতা ও মানবতার বীজ বপন হয়। সমাজ থেকে মদ, জুয়া, ব্যভিচার-অনাচারসহ সব ধরণের অশ্লীলতা মূলোৎপাটিত হয়। মূলত, আল্লাহ তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক (কোরআন ও সুন্নাহর মাধ্যমে) তাঁর আদেশ প্রেরণ ও বাস্তবায়ন করেন এবং এসব সামাজিক ব্যাধি দূর করার হাতিয়ার তার মুমিন বান্দার জন্য পেশ করেন । যা তাদের পরস্পরের সাথে ভালবাসার সম্পর্ক দান করে এবং সমস্ত দুঃখ,কষ্ট এবং কুসংস্কার মুছে দেয় । ফলস্বরূপ, বিশ্ব একটি শান্তিপূর্ণ জীবনাদর্শ লাভ করে।

মাদক ও মাদকাসক্তি

ইসলামের বিধান মতে নেশাদায়ক পদার্থ বা মাদক বা মাদকদ্রব্য সম্পূর্ণ হারাম। এই মাদক বা মাদকদ্রব্য বলতে এমন বস্তুসমূহকে নির্দেশ করা হয় যারা শরীরে প্রবেশ করলে কিছু স্নায়বিক প্রতিক্রিয়ার উদ্রেক ঘটে এবং পৌণ: পৌণ: এসব দ্রব্য গ্রহণে আগ্রহ জন্মায়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) এর মতে নেশা এমন একটি মানুষিক, কখনো বা শারিরিক অবস্থা যার সৃষ্টি হয়েছে জীবিত প্রাণী ও মাদক ওষুধের মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে।

নেশাদায়ক পদার্থের মধ্যে নিকোটিন, মরফিন, হেরোইন, এলএসডি., কোকেইন প্রভৃতি প্রধান। হেরোইন, একটি শক্তিশালী মাদক ও নেশাদায়ক। তাছাড়া, মদ, সিগারেট, তামাক ইত্যাদি ও নেশা জাতীয় দ্রব্য হিশেবে গণ্য।

মাদকাসক্তির কারণ

মাদকাসক্তি সমাজের বিভিন্ন মানুষকে প্রভাবিত করে,যার অনেকগুলি কারণ রয়েছে। কারণ সমূহ বর্ণনা করা হল।

১। ব্যক্তিজীবনের হতাশা- মাদকাসক্তির অন্যতম কারণ ব্যক্তিজীবনের হতাশা । মানুষ যখন জীবন সম্পর্কে অনেক বেশি হতাশ হয়ে পড়ে, তখন সে মাদকদ্রব্যের আশ্রয় নেয় । হতাশা সাধারণ তরুণদের মধ্যেই বেশি দেখা যায়, তাই তাদের মাদক গ্রহণের হারও অনেক বেশি। তাছাড়া অসৎসঙ্গে লিপ্ত হয়েও অনেকেই মাদকের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ে। যেসব পরিবারে পারিবারিক অশান্তি অনেক বেশি সে পরিবারের ছেলেমেয়েদের জীবন বিশৃঙ্খল হবার সম্ভাবনা বেশি থাকে। তারা এই বিশৃঙ্খলা থেকে ধীরে ধীরে মাদকের প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং পরিণামে অনেক ভয়াবহ ঘটনা ঘটায়। আমরা প্রতিদিনের পত্রপত্রিকায় এ ধরনের খবর দেখা যায়।

২। পারিবারিক ইতিহাস- মাদকাসক্তি পরিবারগুলির মাধ্যমে চলে, সম্ভবত জিনগত কারণে এবং কিছু অংশে পরিবেশগত প্রভাবের কারণে। আপনার যদি কোনও রক্তের

আত্মীয় থাকে যিনি আসক্ত হন, বিশেষত পিতামাতা বা পূর্ণ ভাইবোন, আপনার মাদকাসক্তির ঝুঁকি বেশি থাকে।

৩। শৈশব অভিজ্ঞতা-প্রতিকূল শৈশব অভিজ্ঞতা যেমন সংবেদনশীল, শারীরিক বা যৌন নির্যাতন আপনার মাদকাসক্তির ঝুঁকি বাড়ায়।

৪। সামাজিক চাপ- সহকর্মী এবং বন্ধুদের কাছ থেকে সামাজিক চাপ একটি গুরুতর ঝুঁকির কারণ, বিশেষত তরুণদের জন্য মাদকের অপব্যবহার শুরু করার ঝুঁকিতে রয়েছে।

৫। পারিবারিক সমর্থন-পারিবারিক সমর্থন বা সম্পৃক্ততার অভাব। আপনার যদি পারিবারিক সমর্থনের অভাব হয় বা আপনার পরিবার আপনার জীবনে খুব বেশি জড়িত না হয় তবে আপনার মাদকাসক্তির ঝুঁকি বেশি থাকে। শিশুদের ক্ষেত্রে এটি বিশেষত সত্য এবং তত্ত্বাবধানের অভাব পর্যন্ত প্রসারিত।

৬। মাদকের প্রাথমিক ব্যবহার-যারা জীবনের প্রথম দিকে ড্রাগ ব্যবহার এবং অপব্যবহার শুরু করে তাদের আসক্তির ঝুঁকি বেশি থাকে।

৭। অত্যন্ত আসক্তিযুক্ত ওষুধের ব্যবহার-কোকেন, উত্তেজক বা ওপিওয়েডগুলির মতো ড্রাগগুলি অন্যান্য পদার্থের চেয়ে সহজেই আসক্তি সৃষ্টি করতে পারে। ইনজেকশন বা ধূমপানের ওষুধও আপনার আসক্তির ঝুঁকি বাড়িয়ে তুলতে পারে।

আবার, আশেপাশের পরিবেশ ও মাদকাসক্তির বিকাশে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মাদকাসক্তিতে অবদান রাখতে পারে এমন পরিবেশগত কারণগুলির মধ্যে রয়েছে: সামাজিক সহায়তার অনুপস্থিতি, সহকর্মীদের মধ্যে মাদকের ব্যবহার, আর্থ-সামাজিক অবস্থা, স্ট্রেস এবং এটি মোকাবেলা করার ক্ষমতা, পিতা-মাতা এবং পারিবারিক সম্পৃক্ততা, অপব্যবহার বা অবহেলার ইতিহাস, বাধ্যতামূলক আচরণের ইতিহাস ইত্তাদি।

মূলতঃ আল্লাহর হুকুমের সম্মুখে আত্মসমর্পণ না করা, এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর দেখানো পথ অনুসরণ না করার কারণে আমাদের সামাজিক ব্যাধি গুলো্ দিন দিন বেড়েই চলেছে।

মাদকাসক্তির ভয়াবহতা

মাদকফসক্তির সবচেয়েভয়াবহতা হল-নেশায় আক্রান্ত ব্যক্তির সুস্থজীবনে ফিরে আসা খুব সহজ হয় না। মাদক বন্ধ করা মাত্রই উইথড্রয়াল সিমটম' শুরু হয়। তখন মাদক না পেলে শুরু হয় টার্কি পিরিয়ড'; হাত পা কাঁপতে থাকে; অসম্ভব শারীরিক যন্ত্রণা শুরু হয় এবং একপর্যায়ে তা হৃদপিণ্ডে আঘাত করে। এই সময় সুচিকিৎসা না পেলে খুব অল্প সময়ে মাদকাসক্ত ব্যক্তির মৃত্যু হতে পারে। যার ফলে মাদকাসক্ত ব্যক্তি সুদৃঢ় সংকল্প ছাড়া এই ভয়াল বেড়াজাল থেকে বের হয়ে আসতে পারে না।

তথ্যসূত্র

1. Drug Misuse and Addiction | National Institute on Drug Abuse (NIDA) (nih.gov)What Causes Drug Addiction? | Casa Palmera
2. Top 5 Causes of Teen Drug Use | Teen Drug Addiction Treatment TX (fortbehavioral.com)

মাদকাসক্তি এবং মস্তিষ্কে পরিবর্তন

মাদকাসক্তি প্রায়শই মস্তিষ্কে প্রকৃত শারীরিক পরিবর্তন ঘটায়। বিশেষত, আসক্তি মস্তিষ্কের অনুভুতির পরিবর্তন গটায়, ও নির্দিষ্ট স্নায়ু কোষ (নিউরন) পরিবর্তন করে। নিউরনগুলি একে অপরের সাথে যোগাযোগ করে এবং নিউরোট্রান্সমিটার নামক রাসায়নিক ব্যবহার করে সংবেদন তৈরি করে। ফলে ড্রাগ/মাদক আসক্তি মস্তিষ্কে নিউরোট্রান্সমিটারগুলির কাজের ধারাকে পরিবর্তন করতে পারে।

মস্তিষ্ক এবং মাদকাসক্তি

মস্তিষ্ক মানব দেহের সবচেয়ে জটিল অঙ্গ। পদার্থের অপব্যবহার এবং মাদকাসক্তি তিনটি কেন্দ্রীয় অঞ্চলে মানব মস্তিষ্ককে প্রভাবিত করে:

মস্তিষ্কের স্টেম হৃদস্পন্দন, ঘুম এবং শ্বাস প্রশ্বাসের মতো মৌলিক মোটর ফাংশনগুলি নিয়ন্ত্রণ করে।

লিম্বিক সিস্টেম আমাদের মানসিক অনুভুতি নিয়ন্ত্রণ করে এবং অনুপ্রেরণা এবং আনন্দের অনুভূতি দেয় যা আমাদের বেঁচে থাকার জন্য প্রতিদিনের ক্রিয়াকলাপগুলি গ্রহণ করতে সক্ষম করে; অন্য কথায়, আমরা বেঁচে থাকব তা নিশ্চিত করার জন্য আমরা খাওয়া এবং যৌন ক্রিয়াকলাপের মতো জিনিসগুলি থেকে আনন্দ পাই।

সেরিব্রাল কর্টেক্স উচ্চ-স্তরের নির্বাহী ফাংশন গুলি নিয়ন্ত্রণ করে, যেমন পরিকল্পনা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং সংবেদনশীল তথ্য প্রক্রিয়াকরণ।

লিম্বিক সিস্টেম নিউরোট্রান্সমিটারের সাহায্যে কাজ করে এবং এগুলি মাদকাসক্তিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

নিউরোট্রান্সমিটার এবং ড্রাগ আসক্তি

নিউরনগুলি বৈদ্যুতিক আবেগের (Electric Impulse)মাধ্যমে অ্যাক্সন এবং ডেনড্রাইটগুলির সাথে বার্তা প্রেরণ করে একে অপরের সাথে যোগাযোগ করে। অ্যাক্সনগুলি এই আবেগগুলিকে (Impulses) রাসায়নিক সংকেতগুলিতে (Chemical signals) পরিণত করে, সিন্যাপস জুড়ে নিউরোট্রান্সমিটার প্রেরণ করে। গ্রহণকারী ডেনড্রাইট তখন নিউরোট্রান্সমিটারগুলিকে সঠিক বৈদ্যুতিক সংকেতগুলিতে রূপান্তর করে, তাই আমরা বার্তাটি বুঝতে পারি; উদাহরণস্বরূপ, কোন এক্ খাবার সুস্বাদু ছিল, আমি আরেকটু নেব। এই রাসায়নিক বিনিময়গুলি মস্তিষ্কে অগণিত বার ঘটে এবং তারা মেজাজ, আচরণ, চলাচল এবং জ্ঞান নিয়ন্ত্রণ করে। মাদক সেই বার্তাগুলিতে হস্তক্ষেপ করার জন্য নির্মিত হয়। ড্রাগ/মাদক ব্যবহার এই মস্তিষ্কের রাসায়নিক সংকেতগুলির স্বাভাবিক পুনরুদ্ধারকে বাধা দেয়, পুরো প্রক্রিয়া এবং প্রাকৃতিক ভারসাম্যকে নষ্ট করে দেয়, ও মেজাজের পরিবর্তন করে। আর মাদক নিয়মিত ব্যহার না করলে নিউরোট্রান্সমিটারের ভারসাম্য ঠিক থাকে না।

ডোপামিন

ডোপামিন হ'ল নিউরোট্রান্সমিটার যা অনুপ্রেরণা এবং অনুভুতির জন্য দায়ী এবং তাই এটি আসক্তি সম্পর্কিত একটি গুরুত্বপূর্ণ নিউরোট্রান্সমিটার। মাদক অপব্যবহার ডোপামিনের উত্থান ঘটায় এবং এগুলি ফলস্বরূপ উচ্ছ্বাসের আকাঙ্ক্ষা ও অনুভূতি তৈরি করে।

মস্তিষ্ক নিউরোট্রান্সমিটারের জন্য রিসেপ্টরগুলির সংখ্যা হ্রাস করে ডোপামিনের প্রবাহে প্রতিক্রিয়া জানায়, যার অর্থ মস্তিষ্ক আনন্দ অনুভব করার ক্ষমতা হ্রাস করে। স্পষ্টতই,

এটি আরও বেপরোয়া মাদক অপব্যবহারের দিকে পরিচালিত করে।

সেরোটোনিন

সেরোটোনিন হ'ল নিউরোট্রান্সমিটার যা সুস্থতার অনুভূতি, সংবেদনশীল অভিজ্ঞতা এবং ঘুমের ক্ষমতার সাথে সংযুক্ত। এটি মাদকাসক্তির ক্ষেত্রেও কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করতে পারে। মস্তিস্কে সেরোটোনিনের নিম্ন স্তর আগ্রাসন, উদ্বেগ, হতাশা, নেশা, দুর্বল আবেগ নিয়ন্ত্রণ এবং আত্মঘাতী আচরণের সাথে যুক্ত।

তথ্যসূত্র

1. What Causes Drug Addiction? | Casa Palmera

2. Drug Addiction? | Casa Palmera

মাদকের প্রকারভেদ

নেশাদায়ক পদার্থগুলোকে প্রধানত দুইটি ভাগে ভাগ করা যায়:

১) অবসাদকারক (Depressant):

অবসাদকারক পদার্থগুলো উত্তেজনা এবং উদ্দীপনা হ্রাস করে। এগুলি কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রকে প্রভাবিত করে, মস্তিষ্ক এবং দেহের মধ্যে বার্তাগুলি ধীর করে দেয়। অবসাদকারক এই পদার্থগুলো একাগ্রতা এবং সমন্বয়কে প্রভাবিত করতে পারে এবং অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতিতে প্রতিক্রিয়া জানাতে কোনও ব্যক্তির ক্ষমতা ধীর করতে পারে। যারা এই ধরণের ড্রাগ গ্রহণ করে তারা সাধারণত জায়গায় বসে ঝিমায় ও সবসময় রঙিন স্বপ্নে বিভোর থাকে।

উদাহরণঃ মরফিন, হিরোইন ইত্যাদি।

২) উদ্দীপণকারক (Stimulant):

এই পদার্থগুলো মস্তিষ্ক উত্তেজনা এবং উদ্দীপনা বৃদ্ধি করে। উত্তেজকগুলি আনন্দ, সুস্থতার অনুভূতি বৃদ্ধি, হৃদস্পন্দন এবং রক্তচাপ বৃদ্ধি, সতর্কতা বৃদ্ধি, বেশি কথা বলার এবং ক্ষুধা হ্রাস করার কারণ। এই ধরণের মাদক থেকে উল্টো পড়কড়ীয়ায় কাজ কোড়ে।

উদাহরণঃ অ্যাম্পেটামিন, ক্যাফেইন

তথ্যসূত্র

Carl B. Schultz (1983)। "NOTE AND COMMENT: Statutory Classification of Cocaine as a Narcotic: An Illogical Anachronism"। 9 Am. J. L. and Med. 225।

বিভিন্ন ধরনের মাদক

গাঁজাঃ গাঁজা হলো একটি স্থানীয় উদ্ভিদ যা মানবকে নেশা দেয়। এটি একটি সস্তা মাদক হিসেবে পরিচিত এবং বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়, যেমন বিনোদনমূলক মাদক, ঔষধি উদ্দেশ্যে এবং বীজ ও বীজ তেল উৎপাদনের জন্য। গাঁজা গাছের শীর্ষ পাতা, ডাল এবং ফুল যা এই উপমহাদেশে গাঁজা নামে পরিচিত একই জিনিস পশ্চিমা দেশ গুলোতে মারিজুয়ানা বা মারিহুয়ানা নামে পরিচিত। গাছের পাতা বা ডালের আঠালো কষ দিয়ে তৈরী এ অঞ্চলের নামের জিনিসটিই পশ্চিমা দেশের হাশিশ। এছাড়াও ভাং, সিদ্ধি, পাট্টি, সব্জি, গ্রাস, মাজুন এবং নানা নামে ডাকা হয়। ভেষজ গুণ গাঁজা শরীরের বিষ-ব্যথা সারায়। এ কথার বর্ণনা রয়েছে ভারতবর্ষের প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় চিকিৎসাশাস্ত্রে। তবে এ কথাও সুবিদিত যে, গাঁজা, ভাং ও মারিজুয়ানা গ্রহণ মানুষের স্মরণশক্তি হ্রাস করে এবং দীর্ঘ মেয়াদে মনোবৈকল্য ঘটায়।

যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞানীরা এখন গাঁজা, ভাং ও মারিজুয়ানার ওপর গবেষণা করে জেনেছেন, এ সব মাদকদ্রব্য থেকে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াহীন ব্যথানাশক ওষুধ প্রস্তুত করা সম্ভব, যা মানুষের কোনো ক্ষতি করবে না। গবেষণাটি করেছে ফ্রান্সের বায়োমেডিকেল ইনস্টিটিউট এর নেতৃত্ব দিয়েছে আইএনএসইআরএম। ফ্রান্সের গবেষকরা জানান, 'তারা ইঁদুরের মস্তিষ্কের যে অংশের কোষের নিউরনে গাঁজা বা মারিজুয়ানার মাদক

ক্রিয়া করে তা ওষুধ প্রয়োগ করে নিষ্ক্রিয় করেন প্রথম। এর পর ওই ইঁদুরের শরীরে এসব মাদক প্রবেশ করিয়ে দেখা গেছে, তাতে ইঁদুরটি বেহুশ হয় না। বরং ওটির প্রাণচাঞ্চল্য ঠিকই থাকে। এ অভিজ্ঞতা থেকে বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, ব্যথানাশক হিসেবে গাঁজা বা মারিজুয়ানার ভালো গুণ মানুষের বিভিন্ন রোগের ওষুধ এবং অস্ত্রোপচারের জন্য চেতনানাশক হিসেবে ব্যবহার করা যাবে। আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়া ও আলাবামা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা এক গবেষণায় দেখেছেন, ভাং ও গুঞ্জি সেবনে ফুসফুসের ক্ষতি তামাক পাতায় প্রস্তুত সিগারেট পানের চেয়ে কম।

হেরোইনঃ

হেরোইন একটি ব্যবহার করা মাদক যা মূলত অপিয়াম পপি থেকে উৎপাদিত হয়। এটি একটি অবৈধ ড্রাগ যা দুর্বল মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্য প্রভাবিত করতে পারে। হেরোইন উৎপাদনের প্রক্রিয়া মূলত দুটি ধাপে বিভক্ত হয়। প্রথমে, অপিয়াম পপি থেকে রফ অপিয়াম উৎপাদন করা হয়। এরপর রফ অপিয়াম পরিষ্কার করা হয় এবং এর পরিণামে মরফিন উৎপাদন হয়। আবার মরফিন পরিষ্কার করা হয় এবং এর পরিণামে হেরোইন উৎপাদন হয়। হেরোইন একটি পানি দ্রবণ হিসেবে ব্যবহৃত হয় যা ইনজেকশন করে বা নাক দিয়ে সেপাই করে ব্যবহার করা হয়।

কোকেনঃ

কোকেন দক্ষিণ আমেরিকার কোকা বুশের পাতা থেকে তৈরি একটি অবৈধ, অত্যন্ত আসক্তিযুক্ত ড্রাগ। এটি একটি কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রউদ্দীপক, যার ফলে উচ্চ মাত্রার ডোপামিন নির্গত হয়। ডোপামিন একটি মস্তিষ্কের রাসায়নিক যা আনন্দ উদ্দীপনার সাথে যুক্ত।

কোকেন একটি তিক্ত, অসাড় স্বাদসহ একটি সাদা পাউডার যাহা সাধারণত নাকের মাধ্যমে শ্বাস নেওয়া হয় তবে এটি ইনজেকশন আকারে ও দেওয়া হয়।

ক্রিস্টাল মেথ:

ক্রিস্টাল মেথ হ'ল ক্রিস্টাল মেথামফেটামিনের সাধারণ নাম, একটি শক্তিশালী এবং অত্যন্ত আসক্তিযুক্ত ড্রাগ যা কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রকে প্রভাবিত করে। এর কোনো আইনি ব্যবহার নেই।

এটি পরিষ্কার স্ফটিক খণ্ড বা চকচকে নীল-সাদা শিলাগুলিতে আসে। "আইস" বা "গ্লাস" নামেও পরিচিত, এটি একটি জনপ্রিয় পার্টি ড্রাগ। সাধারণত, ব্যবহারকারীরা একটি ছোট কাচের পাইপ দিয়ে স্ফটিক মেথ ধূমপান করেন, তবে তারা এটি গিলে ফেলতে পারেন, বা এটি একটি শিরায় ইনজেকশন দিতে পারেন। ইহা ব্যবহারকরার অল্প সময়ের মধ্যেই তাদের দ্রুত উচ্ছ্বাস দেখা দেয়। কিন্তু ইহা বিপজ্জনক।

ফেন্টিনিলঃ

ফেন্টানেল একটি সিন্থেটিক ওপিওয়েড যা গত দশ বছরে ওপিওয়েড নির্ভরতা সম্পর্কে ক্রমবর্ধমান বৈশ্বিক উদ্বেগের পাশাপাশি উল্লেখযোগ্য মনোযোগ অর্জন করেছে। ফেন্টানেলের মতো সিন্থেটিক ওপিওয়েডগুলি মরফিনের চেয়ে ১০০ গুণ বেশি শক্তিশালী হতে পারে। সাম্প্রতিক মিডিয়া অস্ট্রেলিয়ায় বিভিন্ন অবৈধ ড্রাগগুলিতে ফেন্টানেল পাওয়া সম্পর্কে উদ্বেগ বাড়িয়েছে।

ক্যাপ্টাগনঃ

ক্যাপ্টাগন এর জেনেটিক নাম ফেনিথিলিন, যাহা একটি আসক্তিযুক্ত ড্রাগ। ক্যাপটাগন অ্যাম্ফিটামিনের চেয়ে শক্তিশালী সিএনএস উদ্দীপক প্রভাব রয়েছে। ক্যাপ্টাগন মধ্যপ্রাচ্যে বহুল ব্যবহৃত মাদক, যার বিস্তারিত আলোচনা পরবর্তীতে রয়েছে।

মদঃ

মদ একটি অ্যালকোহলযুক্ত পানীয় যা আঙ্গুরের গাঁজানো রস দিয়ে তৈরি। প্রযুক্তিগতভাবে, যে কোনও ফল মদের জন্য ব্যবহার করতে সক্ষম (যেমন, আপেল, ক্র্যানবেরি, প্লাম ইত্যাদি) । মদ এবং বিয়ারের মধ্যে পার্থক্য হ'ল বিয়ার তৈরির সাথে

গাঁজানো শস্য জড়িত। সহজভাবে, ওয়াইন ফল থেকে তৈরি করা হয়, এবং বিয়ার শস্য থেকে তৈরি করা হয়।

ইয়াবাঃ

ইয়াবা একটি কৃত্রিম পদার্থ যা মায়ানমার, থাইল্যান্ড এবং বাংলাদেশের এশিয়ার দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চল থেকে উদ্ভূত। ইয়াবা মেথামফেটামিন এবং ক্যাফিনের সংমিশ্রণ এবং এটি একটি অবৈধ মাদক।

মেথামফেটামিন একটি উত্তেজক ড্রাগ যা কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রকে (সিএনএস) প্রভাবিত করে। এটি মস্তিষ্কে বর্ধিত ডোপামিন নিঃসরণকে সক্রিয় করে, ব্যবহারকারীকে অস্থায়ী শক্তি এবং উচ্ছ্বাসের অনুভূতি দেয়।

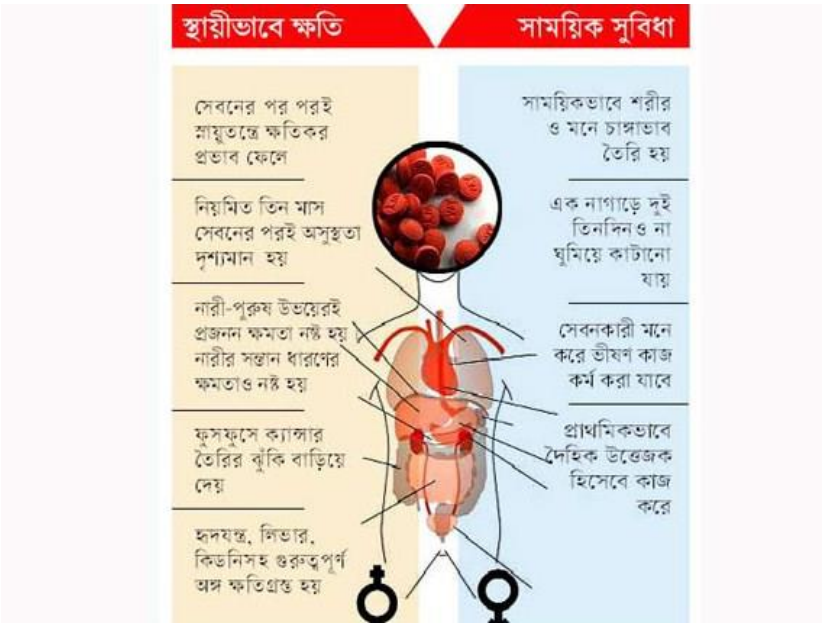

তথ্যসূত্রঃ

1. Crystal Meth: Physical & Mental Effects, Signs of Abuse (webmd.com)
2. Fentanyl in the Australian illicit drug market - Alcohol and Drug Foundation (adf.org.au)
3. Insight of Captagon Abuse by Chemogenomics Knowledgebase-guided Systems Pharmacology Target Mapping Analyses | Scientific Reports (nature.com)
4. [গাঁজা - উইকিপিডিয়া (wikipedia.org)]
5. Cocaine | healthdirect
6. Yaba | What Is the Drug Yaba? Uses & Dangers of the Party Drug (ascendantny.com)

মাদকদ্রব্যের ব্যবহার

মানুষ নিজেকে অপ্রকৃতিস্থ করতে মাদকদ্রব্য ব্যবহার করে। মাদকের ব্যবহার করে সে কল্পনার এক জগতে কিছুসময়ের জন্য বিচরণ করে। এক্ষেত্রে মাদক ব্যবহারকারীরা নানা ধরনের পদ্ধতি অনুসরণ করে যেমন— ধূমপান, ইনহেল বা শ্বাসের মাধ্যমে, জিহ্বার নিচে গ্রহণের মাধ্যমে, সরাসরি সেবনের মাধ্যমে, স্কিন পপিং ও মেইন লাইনিং-এর মাধ্যমে। তবে যেভাবেই গ্রহণ করুক না কেন তাদের উদ্দেশ্য একটাই— নেশায় উন্মত্ত হওয়া। প্রথমে কৌতূহলের বশে অনেকেই নেশাদ্রব্য গ্রহণ করে। কিন্তু আস্তে আস্তে তাতে অভ্যস্থ হয়ে ভয়াবহ এক সর্বনাশের পথে এগিয়ে যায়।

প্রাচীন যুগে মাদকাসক্তির উদ্ভব

সময়টা খ্রিষ্টপূর্ব ৯০০০ এর আশেপাশে। পশ্চিম এশিয়ার অর্ধচক্রাকার উর্বর ভূমিতে ঘটে যাওয়া প্রথম কৃষি বিপ্লবের গল্পটা এরকম-ঐ অঞ্চলে তখন এক ধরনের জংলী যব জন্মাত (এই যবই হল মানুষের প্রথম চাষকৃত শস্য) যার নাম আরিয়া (Ariza)। আরিয়ার ক্ষেতে Claviceps Purpurea নামে এক ধরনের আগাছা জন্মাত। মানুষের খাবারে যবের পাশাপাশি সেই আগাছা মেশানো থাকত। যা গ্রহণের পর চিত্তচাঞ্চল্য (Euphoria) ঘটত। এই মানুষগুলো তখন থেকে যাযাবর শিকারীয় জীবন ছেড়ে দিয়ে এক জায়গায় স্থায়ীভাবে আবাস গড়ে জমি কর্ষণ শুরু করল।

Smithsonian Institution তেজস্ক্রিয় কার্বন ব্যবহার করে এটা নিশ্চিত করেছেন যে খ্রিষ্টপূর্বাব্দ ৯০০০৮০০০ আমেরিকার আদিবাসীরা Sephora নামের এক ধরনের মটর (Mescal Bean) ব্যবহার করত। এই বীজে Sophorin নামক অ্যালকলয়েড আছে যা চেতনানাশক (Narcotics) এবং মায়া বা ভ্রম উৎপাদক (Hallucinogen)। প্রায় একই সময়ে তাইওয়ানে প্রাপ্ত প্রত্নতাত্ত্বিক নির্দশনে গাঁজা ব্যবহারের প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু মাদক ব্যবহারের ধারাবাহিক ইতিহাস অনুসন্ধান করলে আরো চমকপ্রদ কিছু তথ্য বেরিয়ে আসে। যেমন- বিবর্তনের তত্ত্বানুসারে, নরবানর (Ape) থেকে Homo

Sapiens বা শারীরিক কাঠামো অনুযায়ী আধুনিক মানুষে রূপান্তর হয়েছিল ১-২ মিলিয়ন বছর আগে, আফ্রিকায়; সেখান থেকে Homo Sapiens পরবর্তীতে সমস্ত পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে। এটাকে বলে আফ্রিকা ত্যাগ তত্ত্ব বা Out of Africa Hypothesis।

মানুষের এই রূপান্তর হয়েছিল নাকি তাদের খাদ্যে Psychedelic এর অন্তর্ভুক্তির পর। ইরাকের সানিদার গুহায় (Shanidar Cave) নিয়ান্ডারথালদের সংস্কৃতির যে চিত্র পাওয়া যায় তাতে এটা প্রতীয়মান হয়, তাদের জড়িবুটি (Medicinal Plant) বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান ছিল এবং এই ধরনের বিশেষ উদ্ভিদ তারা ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান ও শামান (Shaman) গুরুদের শেষকৃত্য অনুষ্ঠান ও কবরে ব্যবহার করত। অষ্ট্রেলিয়ার আদিবাসীবৃন্দ Pituri নামক মিশ্রণ আহার করতেন যেটা এক ধরনের (Stimulant) বা উত্তেজক।এই মিশ্রনের ব্যবহার এখনো প্রচলিত। এটা অদ্যাবধি সবচেয়ে দীর্ঘকালব্যাপী ব্যবহৃত মাদক দ্রব্য।

বিশেষজ্ঞদের মতে খ্রিষ্টপূর্ব ১৫০০ অব্দে প্রথম মাদক বিপ্লব (মতান্তরে প্রথম ঔষধ বিপ্লব বা First Drug revolution) সংঘটিত হয় শামানদের মাধ্যমে এশিয়াতে। শামানগণ এ পর্যায়ে Cannabis বা গাঁজার কৃষিভিত্তিক উৎপাদন ও ব্যবহার (Recreational Use) শুরু করেন। পরবর্তীকালে অন্যান্য উদ্ভিদজাত মাদকের আবিষ্কার ও ব্যবহার ক্রমান্বয়ে হতে থাকে এবং দ্রুত তা আফ্রিকা, ইউরোপ ও সাইবেরিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত হয়।

খ্রিষ্টপূর্ব ৬০০ অব্দে পশ্চিম ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে পপি চাষ হতো বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। দক্ষিণ স্পেনে খ্রিষ্টপূর্ব ৪০০ অব্দের সমসাময়িক যে কবর আবিষ্কৃত হয়েছে সেখানে মৃতদেহের সাথে বর্তুলাকার থলে পাওয়া গেছে তার ভেতর আফিমের বড়ি (Opium Capsule) ছিল। একই সময়ে মেসোপটিমিয়া এবং ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের পূর্ব প্রান্তের মানুষের মধ্যে অ্যালকোহল বা মদের ব্যবহার শুরু হয়। তার একহাজার বছর পরে খ্রিষ্টপূর্ব ৩০০ অব্দে চীন দেশে Ephedra Sinica নামে এক ধরনের উত্তেজকের ব্যবহার শুরু হয় যা দৃষ্টি শক্তির প্রখরতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করত। এই

সময়টাতে চীনালিপির উদ্ভব হয়। একই সময়ে আমেরিকার চামুস ইন্ডিয়ানদের (Chamush Indian) যে দেয়ালচিত্র (Murals) পাওয়া যায় তাতে এটা স্পষ্ট যে, তাদের আচারঅনুষ্ঠানে ধুতুরার ব্যবহার ছিল।

খ্রিষ্টপূর্ব ২৭০০ অব্দে চীনা ভাষায় রচিত চিকিৎসা শাস্ত্রের পুস্তকে ঈধহহধনরং বা গাঁজার গুণাগুণ বর্ণিত হয়েছে। ঐ সময়ে ম্যলেরিয়া, বেরিবেরি, বাতের ব্যথা, মানসিক বৈকল্য এবং স্ত্রী রোগে গাঁজার ব্যবহার নির্দেশিত ছিল। খ্রিষ্টপূর্ব ২৫০০ অব্দে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে। এর মধ্যে একটি সোমরস বা Cannabis পায়ী আর্যগণ ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন। সোমরসের প্রস্তুতপ্রণালী এবং এর উপাদান সংক্রান্ত প্রচুর গবেষণা রয়েছে। সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য মতামত হলো-এটি প্রস্তুত হতো মধু এবং বিভিন্ন জড়িবুটির রস দিয়ে। যা অ্যালকালয়েড ধরনের এবং চেতনাবিনাশক ও বিভ্রম সৃষ্টিকারী পর্দাথের মিশ্রণ। এই সোমরস এর বিবরণ বৈদিক ধর্মগ্রন্থগুলোতে লিপিবদ্ধ আছে। অপর ঘটনা হচ্ছে, এই সময়ের মধ্যে মদ্যপান করা আন্টালানটিকের তীর পর্যন্ত পৌঁছে যায়। খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় সহস্রাব্দের শেষভাগের সমকালীন রুমানিয়ার একটি কবর স্থানে তামার পাত্রের মধ্যে শনের পোড়ানো বীজ পাওয়া যায়। এতে প্রমাণিত হয় যে, লৌহযুগের এই সময়টাতে সমগ্র ইউরোপে ধর্মীয় আচারে গাঁজা বা শনের ব্যবহার হতো।

২০০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে সর্বপ্রথম Ephedra Sinica থেকে এফিড্রিন নিষ্কাশন করা হয়। চীনারা একে বলত কিনইয়া (Kin Iya) পরবর্তীতে যাকে আরবীয়রা নামকরণ করে কিমিয়া (Kimya) বা আলকিমিয়া বা আলকেমি। এভাবেই জন্ম হয় পশ্চিমা ঔষধ বিজ্ঞান তথা রসায়নের। ২০০০-১০০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে দক্ষিণ আমেরিকার (গুয়েতেমালা) মায়া সভ্যতায় Psychedelic বা চেতনানাশক ছত্রাকের ব্যবহার ছিল বলে জানা যায়। এভাবেই ৬০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে পররাষ্ট্রবাদের ধর্মগ্রন্থ জেন্দাবেস্তা (Zend-Avesta)-তে এক ধরনের রজনের উল্লেখ পাওয়া যায়, যা সম্ভবত হাশিশ। এই সময়কার ভারতীয় চিকিৎসক শুশ্রুতা কুষ্ঠরোগের চিকিৎসায় গাঁজার ব্যবহারের নির্দেশনা দিয়েছিলেন।

শুশ্রুতা শল্য চিকিৎসার ক্ষেত্রে বেদনানাশক হিসেবে মদ এবং গাঁজার যৌথ ব্যবহারের পক্ষে মত দিয়েছিলেন তাঁর লেখা শুশ্রুতা সংহিতা পুস্তকে।

খ্রিষ্টপূর্ব ৫০০ অব্দ থেকে আচার-আনুষ্ঠানিকভাবে গাঁজা সেবন শুরু হয় ভারতবর্ষে। হিন্দু পুরাণ অনুযায়ী গাঁজা মানবজাতির জন্য শিবের আর্শীবাদ স্বরূপ। তখন থেকে ভারতীয় চিকিৎসকগণ বিভিন্ন রোগের চিকিৎসা এবং শৈবগণ ধর্মীয় আচার হিসেবে গাঁজার ব্যবহার শুরু করেন। মানুষের বিকাশের সাথে সাথে মাদকের ব্যবহার ওতপ্রোতভাবে জড়িত এবং একে বিকাশের অন্যতম প্রভাবক বললেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু প্রাচীন যুগে মাদকের ব্যবহার শুধুমাত্র ধর্মীয় আচার, আধ্যাত্মিকতার চর্চা এবং রোগের চিকিৎসার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল বলে মনে করা হয়। এটা সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য অভ্যাস ও এর ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত ছিল বলেই ধারণা করা হয়। মাদকাসক্তির ভয়াবহতা এখনকার মতো সেই সময়ে সামাজিক ও ব্যক্তিগত সমস্যা আকারে দেখা দিয়েছিল কিনা সে ব্যাপারে কোনো মন্তব্য করা যাচ্ছে না।

তথ্যসূত্রঃ

মনের খবর, মাসিক ম্যাগাজিন, ২য় বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত।

মাদকাসক্তির ইতিহাস: প্রাচীন যুগ - মনের খবর (monerkhabor.com)

প্রাক-ইসলামি যুগে মাদকাসক্তির ইতিহাস

প্রাক-ইসলামি যুগ বলতে আমরা বুঝি আল্লাহ্‌র প্রিয় হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার নুবুওয়াতের অব্যবহিত পূর্বে ঐতিহাসিক তথ্যানুসারে হযরত ‘ঈসা আলাইহি ওয়াসসলাম আসমানে উত্থিত হওয়ার পর সাইয়্যিদুর্রুসুল খাতামুল আম্বিয়া হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আবির্ভাব পূর্ব প্রায় পাঁচশত বছর সময়কে বলা হয় প্রাক-ইসলামি যুগ। সঠিক মানবতাবোধের চর্চা ও মনুষ্যত্ব বিলুপ্ত হওয়ায় এ যুগকে আইয়্যামে জাহিলিয়্যা বা অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগ বলা হয়। এ যুগে আরবদের সাধারণ রীতি-নীতির মধ্যে মদ্যপানও স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল। প্রিয় নবীর মদিনাহ্‌ মুনাওয়ারাহ্‌য় হিজরতের পরেও মদিনাবাসীদের মধ্যে মদ্যপান ও জুয়ার প্রথা ছিল। আরবের সাধারণ লোকদের এ দু’টির অন্তর্নিহিত অকল্যাণ সম্পর্কে কোন ধারণা না থাকায় এত আসক্ত ছিল। তবে পৃথিবীতে এমন কিছু বুদ্ধিমান ব্যক্তিও আছেন, যারা বিবেক-বুদ্ধিকে অভ্যাসের উর্ধ্বে স্থান দেন। যে অভ্যাস বিবেক ও যুক্তির পরিপন্থী ঐ অভ্যাসের ধারে-কাছেও যাওয়া তারা সমীচীন মনে করেন না। সাহাবায়ে কিরামের মধ্যেও এমন কিছুসংখ্যক লোক সাহাবী ছিলেন, যাঁরা হারাম হওয়ার পূর্বেও মদ্যপান তো দূরের কথা, তা স্পর্শও করেননি।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করলেন, তখন তিনি দেখতে পেলেন যে মদিনাবাসীরাও মদ্যপানে লিপ্ত। জনসাধারণ মদ্যপানের দ্বারা প্রদত্ত উপরিভাগের এবং প্রতারণামূলক সুবিধাগুলির দ্বারা এতটাই আকৃষ্ট হয়েছিল যে তাদের মন এই আসক্তিগুলির মধ্যে লুকিয়ে থাকা ক্ষতিকারক প্রভাব এবং মন্দতা সম্পর্কে অজ্ঞ হয়ে পড়েছিল।

আমাদের রাসূল (সা.) ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ মডেল, যিনি তাঁর উৎকৃষ্ট বৈশিষ্ট্যের সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন, এতটাই যে যা কিছু এখনও হারাম ঘোষণা করা হয়নি, তাঁর অভ্যাস এবং প্রকৃতি তাকে শুরু থেকেই ঘৃণা করেছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যতীত অন্যান্য সাহাবীগণও অ্যালকোহলযুক্ত পানীয় গ্রহণ থেকে বিরত থাকতেন, যদিও তা হালাল ছিল। মদিনায় পৌঁছানোর পর সাহাবীদের কেউ কেউ মদের

মন্দতা উপলব্ধি করেন। অতএব, হযরত উমর ফারুক, মুয়ায ইবনে জাবাল আর অন্য সাহাবীদের কেউ কেউ রাসূলুল্লাহসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন, যা কেবল মানুষের বুদ্ধিমত্তাকেই নষ্ট করছে না, বরং তার সম্পদও নষ্ট করছে।

এই প্রশ্নের উত্তরে, আয়াত নাযিল করা হয়েছিল এবং এটি চূড়ান্ত এবং চূড়ান্ত আয়াতের দিকে পরিচালিত ধারাবাহিক আয়াতগুলির মধ্যে প্রথম ছিল, যা জুয়া এবং মদ উভয়কেই নিষিদ্ধ এবং হারাম ঘোষণা করেছিল।

যদিও উপরোক্ত আয়াতে অ্যালকোহল কে সরাসরি নিষিদ্ধ করা হয়নি, কিন্তু এটি কখনই অ্যালকোহল ব্যবহার থেকে বিরত থাকার জন্য 'মাশওয়ারাহ' (উপদেশ) উপস্থাপন করে না। এ কারণেই সাহাবীদের কেউ কেউ এই আয়াতটি শোনার পর সাথে সাথে মদ্যপান বন্ধ করে দেন এবং এই মাশওয়ারা গ্রহণ করেন।

অন্যদিকে অন্যান্য সাহাবীদের কেউ কেউ পুনরায় শুরু করেছেন যে এই আয়াতটি অ্যালকোহলকে হারাম ঘোষণা করে না, তাই তারা ঘোষণা করেছিল যে এটি সম্পূর্ণ সতর্কতা এবং আইনকে অতিক্রম করে, যে মদ্যপানের মধ্যস্থতা ক্ষতিকারক হবে না।

যাইহোক, শীঘ্রই একটি ঘটনা ঘটে যা পরিস্থিতির আকস্মিক পরিবর্তন নিয়ে আসে। একদিন হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ তাঁর কয়েকজন সাহাবীকে দাওয়াত দিলেন এবং আরবদের রীতি অনুযায়ী তারা তাদের প্রয়োজনের পর মদ্যপান করত।

অতঃপর নেশাগ্রস্ত অবস্থায় থাকা অবস্থায় মাগরিব সালাত আদায় করা হয়। মাতাল ইমামও সূরা কাফিরূন তিলাওয়াতে ভুল করেছিলেন। এর পরে, মদ্যপান প্রতিরোধের জন্য দ্বিতীয় পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল, নিম্নলিখিত সূরা নিসার আয়াতটি নাযিল করে: "হে মুমিনগণ, নেশাগ্রস্ত অবস্থায় সালাহর নিকটবর্তী হয়ো না।

মাদকাসক্তি প্রতিরোধে কুরআনুল কারিম

এমন পানীয় দ্রব্যকে মদ বলা হয়, যা পান করলে মানুষ নেশাগ্রস্ত হয়। মদকে কুরআনুল কারিমে খাম্র বলা হয়েছে। মহা প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্ প্রতিটি বিধান হিকমাতপূর্ণ। আর শরি'আতের নির্দেশসমূহের প্রতি গভীরভাবে লক্ষ্য করলে প্রতীয়মান হয়, ইসলামি শরি'আত কোন বিষয়ে কোন হুকুম প্রদান করতে গিয়ে মানবীর আবেগ অনুভূতিসমূহের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেয়া হয়েছে ; যাতে মানুষ সেগুলোর অনুসরণ করতে গিয়ে বিশেষ কষ্টের সম্মুখীন না হয়।

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন,

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ

আল্লাহ্ তা'আলা কাউকে তার সাধ্যাতীত কোন কাজের ভার দেন না, সে তাই পায়, যা সে উপার্জন করে এবং তাই তার উপর বর্তায় যা সে করে।" এ দয়া ও রহস্যের

চাহিদা ছিল ইসলামি শরি'আতেও মদ্যপান নিষিদ্ধ করার ব্যাপারে পর্যায়ক্রমিক ব্যবস্থা গ্রহণ।

মদ্যপানের ব্যাপারে কুরআনুল কারিমে চার বার পর্যায়ক্রমে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে:

প্রথম আয়াত: মদ্যপান যেহেতু আরবজাতির দৈনন্দিন পানীয় গ্রহণের একটি, তাই প্রাথমিকভাবে এ বস্তুর অপকারিতা বর্ণনা করে এ পানীয় দ্রব্য থেকে সরে আসার ইঙ্গিত প্রদান করা হয়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন,

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ

قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا

"তারা আপনাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবে, আপনি বলুন, এৎদুভয়ে রয়েছে মহাপাপ ও মানুষের জন্য কিছু উপকার। তবে এগুলোর পাপ উপকারিতা অপেক্ষা অনেক বেশি।" আয়াতটিতে বলা হয়েছে, মদ ও জুয়ায় যদিও বাহ্যিক দৃষ্টিতে কিছুটা উপকারিতা পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু দু'টির মাধ্যমেই বড় বড় পাপ ও মন্দ কাজের পথ উন্মুক্ত হয়; যা এর উপকারিতার তুলনায় মারাত্মক ক্ষতিকর। পাপ বলতে এখানে সেসব বিষয় বুঝানো হয়েছে, যা পাপের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। যেমন মদ্যপানের দরুণ মানুষের সবচে' মূল্যবান গুণ অর্থাৎ বুদ্ধি-বিবেক বিলুপ্ত হয়ে যায়; যদ্দরুণ প্রতিটি মন্দ কাজের পথ সুগম হয়ে যায়। বস্তুত আয়াতটিতে মদ্যপান নিষিদ্ধ করা না হলেও মদ্যপান ত্যাগ করার বাস্তবভিত্তিক পরামর্শ দেয়া হয়েছে। সুতরাং আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার পরপরই অনেক সাহাবী তৎক্ষণাৎ মদ্যপান ত্যাগ করেছেন।

দ্বিতীয় আয়াত: প্রাথমিকভাবে মদ্যপানের ক্ষতির দিক বর্ণনা করে যদিও তা একেবারে নিষিদ্ধ করা হয়নি, তবে তা পান করে নামাযে অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ

"হে ঈমান্দারগণ তোমরা নেশাগ্রস্তাবস্থায় নামাযের কাছে যেও না, যতক্ষণ না তোমরা বুঝতে সক্ষম হও যা কিছু বলছ"। এক মুসলিম তার জ্ঞান, হুঁশ এবং বিবেক-বুদ্ধি ঠিক

রেখে ইখ্লাসের সাথে নামাযে দৃায়মান হওয়া শরি'আতের নির্দেশ। মদ্যপান যেহেতু একজন মানুষের ভারসাম্য হারিয়ে স্বাভাবিক অবস্থা হতে তাকে অস্বাভাবিক করে, সেহেতু নামায পূর্ব মদ্যপান ছাড়তে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে। এটি মহা প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্ তা'আলার হিকমাত এবং রাসূল কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গোপন রহস্য, যা ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আল্লাহ্র প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসলাম প্রচারকার্যে অতীব সূক্ষ্ম ও যৌক্তিক নীতি অনুসরণ করে মাত্র তেইশ বছরে বিশ্ববুকে ইসলামের অনুপম আদর্শ রচনা করতে সক্ষম হয়েছেন। নবীজীর এই অনুসৃত নীতি প্রসঙ্গে কুরআনুল কারিমে এরশাদ হয়েছে এভাবে

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ

"হে রাসূল আপনি আপনার প্রতিপালকের পথে হিকমাত ও সুন্দর উপদেশ দিয়ে আহ্বান করুন"।

আয়াত সংশ্লিষ্ট ঘটনা: মদ্যপান সংক্রান্ত দ্বিতীয় আয়াত

)يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ(

অবতীর্ণ হওয়ার প্রেক্ষাপট হচ্ছে- একদিন হযরত 'আব্দুর রহমান ইব্ন আউফ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু তাঁর বাসভবনে কতিপয় বন্ধুদের দাওয়াত করলেন। 'আরবের প্রথা অনুযায়ী আহারের পর মদ্যপানের ব্যবস্থা করা হলো এবং সকলে মদ্যপান করলেন। এমতাবস্থায় মাগরিবের নামাযের সময় হলে সবাই নামাযে দাঁড়িয়ে যান এবং একজনকে ইমামতি করতে এগিয়ে দিলেন। ইমাম সাহেব নামাযে সূরা কাফিরূন তিলাওয়াত করলেন। তবে তিনি মদ্যপানে নেশাগ্রস্ত হওয়ায় ভুলে সূরা হতে لَا অব্যয়টি বাদ দিলেন। তখনই মদ্যপান থেকে পুরোপুরি বিরত থাকার জন্য দ্বিতীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়।

অন্য বর্ণনায় পাওয়া যায়, হযরত 'আত্বান ইব্ন মালিক আনসারি বাদ্রি রাদিয়াল্লাহ্ তা'আলা 'আন্হু কয়েকজন সাহাবায়ে কিরামকে নিজ বাসায় দাওয়াত দেন। দাওয়াতে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে হযরত সা'দ ইব্ন আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুও

ছিলেন। খাদ্য পর্ব শেষ হওয়ার পর মদ্যপানের আয়োজন হল। সাথে সাথে 'আরবের প্রথা মতে নেশাগ্রস্তাবস্থায় কবিতা প্রতিযোগিতা এবং নিজেদের বংশ ও পূর্ব-পুরুষদের অহংকারমূলক বর্ণনা শুরু হয়। সা'দ ইব্ন আবি ওয়াক্কাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর আবৃত কবিতা নিজেদের প্রশংসা এবং আনসারীদের বিরুদ্ধে যায়। হযরত সা'দ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু'র কবিতা শুনে এক আনসার যুবক ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন এবং মুহূর্তেই উটের গৃদেশের একটি হাড় হযরত সা'দ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর মাথায় ছুঁড়ে মারেন। এতে তিনি মারাত্মকভাবে আহত হন। হযরত সা'দ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু পরবর্তীতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গিয়ে আনসার যুবকের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন। তখন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্ তা'আলার কাছে প্রার্থনা করেন এ বলে-

اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا

"হে আল্লাহ্! মদ্যপান সম্পর্কে আমাদেরকে একটি চূড়ান্ত বিধান দান করুন।"

তৃতীয় আয়াত: যে অভ্যাস মানুষের জীবনের সাথে ওঁতপ্রোতভাবে জড়িত তা হঠাৎ ত্যাগ করা অত্যন্ত কষ্টকর। তাফসির শাস্ত্রবিদগণ বলেন, শিশুদের যেভাবে মায়ের দুধ ছাড়ানো কঠিন ও কষ্টকর, তেমনি মানুষের কোন অভ্যাসগত কাজ ছাড়ানো এর চেয়েও কষ্টকর। তাই ইসলাম একান্ত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রথমে মদ্যপানের ক্ষতির দিকগুলো

মানবমনে বদ্ধমূল করেছে। অতঃপর নামাযের সময়ে একে নিষিদ্ধ করেছে এবং সর্বশেষ বিশেষ বিশেষ সময়ের পরিবর্তে কঠোরভাবে সর্বকালের জন্যেই হারাম ঘোষণা করা হয়েছে।

ইতোপূর্বে বর্ণিত আলোচনায় প্রতীয়মান হয়, যে অভ্যাসের বশীভূত হয়ে একজন মানুষ তার স্বাভাবিক জীবন গঠন করা অসম্ভব, তা কখনো তার জীবনে বৈধ স্বভাবে পরিণত হতে পারে না। ইসলাম মানবজাতির স্বভাবগ্রাহী ধর্ম। ইসলাম মানুষের অপকার ও ক্ষতির বিরুদ্ধে সর্বদা সোচ্চার। প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিটি স্বভাব ও আদর্শ মানব কল্যাণে নিবেদিত। মুসলিম জাতির পারিবারিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক ভারসাম্য বিনির্মাণে মদ্যপান চূড়ান্তভাবে নিষিদ্ধ হওয়া বাঞ্ছনীয়। অতএব রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঐকান্তিক ইচ্ছা বাস্তবায়নে আল্লাহ্ তা'আলা সূরা মায়িদাহ্র ৯০ নম্বর আয়াত অবতীর্ণ করে মদ্যপানের বৈধতা স্থায়ীভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। ইরশাদ হচ্ছে-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

" হে মু'মিনগণ! মদ, জুয়া, প্রতিমা এবং ভাগ্য-নির্ধারক শরসমূহ শয়তানের অপবিত্র কার্য বৈ তো নয়। অতএব এগুলো থেকে বেঁচে থাক- যাতে তোমরা কল্যাণপ্রাপ্ত হও।"

উপরিউক্ত আয়াতে চার বস্তুকে রিজস তথা অপবিত্রতা বলা হয়েছে। আর আরবি ভাষায় রিজস বলা হয় এমন নোংরা বস্তুকে, যার প্রতি মানুষের মনে ঘৃণা জন্মে। প্রকৃতপক্ষে আয়াতে বর্ণিত চারটি বস্তুও এমন, সামান্য সুস্থ বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তির মনেই এগুলোর প্রতি আপনা-আপনিই ঘৃণা জন্মে।

মদ্যপান নিষেধে চূড়ান্ত বিধান

মুসলিম সমাজ ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে বন্ধুত্বপ্রতীম সমাজ গঠন করবে এটাই ইসলাম ধর্মের উদাত্ত আহ্বান। যখন আরব সমাজে মদ্যপানে পরস্পর হিংসা, দ্বেষ, ক্ষোভ এবং দূরত্ব সৃষ্টি করে যাচ্ছে, তাই প্রথাটি কখনো ইসলাম সমাজে বৈধতার অন্তর্ভূক্ত হতে পারে না। পূর্বের আয়াতে কারিমায় মদকে অতীব নিকৃষ্ট ও নোংরা পানীয় দ্রব্য বলে ঘোষণা দিয়ে স্থায়ী নিষিদ্ধ হওয়ার যৌক্তিক দাবিও বলা হয়েছে। অতএব একই সূরার পরবর্তী আয়াত অবতীর্ণ করে মদ্যপানের চূড়ান্ত বিধান বিবৃত হয়। ইরশাদ হচ্ছে-

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

"শয়তান চায় মদ ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের পরস্পরের মাঝে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সঞ্চারিত করে দিতে এবং আল্লাহ্‌র স্মরণ ও নামায থেকে তোমাদেরকে বিরত রাখতে, অতএব তোমরা এখনও কি নিবৃত্ত হবে?"

মাদকাসক্তির প্রতিরোধে হাদিস নববী

মাদকদ্রব্য একজন মানুষকে তার চরিত্র অবক্ষয়ের দিকে নিয়ে যায়। মদ্যপানকারী জীবনের গতি থেকে বিচ্যুত হয়ে ভারসাম্যহীন জীবনে চলে যায়। তাই মদ্যপান সকল অপরাধ ও পাপ কাজের উৎস। মানবতা ও সভ্যতার মহান নবী আল্লাহ্‌র প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদ্যপানের কুফল বর্ণনা করত তা থেকে সম্পূর্ণ বিরত থাকতে কঠোর আদেশ প্রদান করেন। মাদকদ্রব্য কম হোক বা বেশি হোক উভয়াবস্থায় তা হারাম।

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ .

"হযরত জাবির ইব্ন আব্দিল্লাহ্ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে বস্তু অধিক পরিমাণে নেশাগ্রস্ত করে তা বেশী এবং কম পরিমাণও হারাম।"

জ্ঞান মানুষের চিন্তা-চেতনার মূল উপকরণ। জ্ঞান লোপ পেলে সে যা ইচ্ছা করতে পারে। মদ্যপানে নেশাগ্রস্ত হলে তখন এ অবচেতনার দ্বার উম্মুক্ত হয়ে যায়। তাই হাদিস শরিফে মদ্যপানকে সকল পাপের মূল হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে-

الخمر أم الخبائث، فمن شربها لم تقبل صلاته أربعين يوما؛ فإن مات وهي في بطنه مات ميتة جاهلية

"মদ্যপান সকল পাপের মূল। যে ব্যক্তি মদ পান করবে চল্লিশ দিন যাবৎ তার নামায কবূল হবে না। অতপর সে যদি পেটে মদ নিয়ে মৃত্যুবরণ করে, তাহলে যেন সে জাহেলি যুগে মুত্যুবরণ করল।"

মূলত মদ্যপান এক অভিশপ্ত কাজ। শুধু তাই নয়, মদের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলে পাপবৃত্ত থেকে বেরিয়ে আসার কোন সুযোগ নেই। এ প্রসঙ্গে ইরশাদ হচ্ছে-

لعن الله الخمر

وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها

"মদ, যে ব্যক্তি পান করে, যে তা পান করায়, যে তা বিক্রি করে, যে তা ক্রয় করে, যে তা তৈরি করায়, যে তা তৈরি করে, যে তা বহন করে, যার জন্য তা বহন করা হয় এবং মূল্য ভক্ষণ করে, সকলের প্রতি আল্লাহ্ তা'আলা অভিশাপ দেন।"

মদ্যপান নিষিদ্ধ হওয়ার পর সাহাবায়ে কিরাম তা থেকে সম্পূর্ণ বিরত থাকতেন। মদের প্রতি তাদের অন্তরে তীব্র ঘৃণা জন্মে। শুধু তা নয়, মদের আসক্ত সৃষ্টি হয় এমন পাত্র, ব্যবহার্য সামগ্রীসহ এতদ্সংশ্লিষ্ট সবকিছু তাঁরা ঘর থেকে বের করে দেন। এমনকি যাদের ঘরে পূর্ব থেকে এসকল পাত্র সংরক্ষিত ছিল তা জনসমুক্ষে নিক্ষেপ করে দেন। হযরত 'উমার ফারূক রাদিয়াল্লাহু তাআলা 'আনহু রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মিম্বরে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করলেন-

إِنَّهُ قَدْ نَزَلَ تحْرِيمُ الخَمْرِ، وهْيَ مِنْ خَمْسَةِ أَشْياءَ: العِنَبِ والتمْر والحِنْطَةِ والشَّعِيرِ والعسَلِ. والخَمْرُ مَا خامَرَ العَقْلَ،

“মদ হারাম হওয়া সাব্যস্ত আছে। আর জেনে রেখ! মদ তৈরি হয় পাঁচটি বস্তু থেকে- আঙ্গুর, খেজুর, গম, যব এবং মধু। আর যে বস্তুই মানুষের বিবেক-বুদ্ধি আচ্ছন্ন করে তা হারাম।”

হজরত জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি মদ পান করে, তাকে প্রহার করো। যদি সে চতুর্থবারের মতো এর পুনরাবৃত্তি করে, তবে তাকে হত্যা কর। তিনি (জাবির) বলেন, পরে এক ব্যক্তিকে নবীর কাছে নিয়ে আসা হয়, যে চতুর্থবার মদ পান করেছিল। তিনি তাকে মারধর করেছিলেন, কিন্তু তাকে হত্যা করেননি। (তিরমিযী, আবু দাউদ)

হজরত ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'প্রত্যেক নেশাজাতীয় দ্রব্যই হারাম। যে ব্যক্তি দুনিয়াতে মদ পান করে এবং মদ্যপান করে মৃত্যুবরণ করে এবং তওবা না করে, সে পরকালে তা পান করবে না। (মুসলিম)

জাবির (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইয়েমেন থেকে এক ব্যক্তি এসে রাসূলসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 'মিজর' নামক ভুট্টা থেকে তৈরী একটি মদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো, যা তারা তাদের দেশে পান করেছিল। রাসূল (সা.) জিজ্ঞেস করলেন, এটা কি নেশা? তিনি বললেন, হ্যাঁ, রাসূল (সা.) বললেন, 'সব নেশা হারাম। নিঃসন্দেহে যে ব্যক্তি নেশাজাতীয় পানীয় পান করবে তার জন্য আল্লাহর কাছে অঙ্গীকার রয়েছে যে, সে তাকে 'তিনাতুল খাবাল' পান করাবে, তারা জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল, টিনাতুল খাবাল কি? তিনি বলেন, 'জাহান্নামের বন্দীদের ঘাম অথবা পুঁজ। জাহান্নামের অধিবাসীদের (অশুদ্ধতা)। (মুসলিম)

আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি মদ পান করবে, আল্লাহ তার ৪০ দিনের দোয়া কবুল করবেন না। যদি সে তওবা করে তবে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেবেন। আর যদি সে পুনরাবৃত্তি করে, তাহলে আল্লাহ তার ৪০ দিনের নামায কবুল করবেন না। যদি সে তওবা করে

তবে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেবেন। আর যদি সে পুনরায় তা পুনরাবৃত্তি করে তবে আল্লাহ তার ৪০ দিনের নামায কবুল করবেন না। যদি সে তওবা করে তবে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেবেন। যদি সে চতুর্থবার তা পুনরাবৃত্তি করে তবে আল্লাহ তার ৪০ দিনের নামায কবুল করবেন না। যদি সে তওবা করে তবে আল্লাহ তা কবুল করবেন না এবং তাকে (জাহান্নামের অধিবাসীদের) অশুদ্ধতার নদী থেকে পান করানো হবে। (ইবনে আমর থেকে তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ ও দারামী)

হজরত জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যা কিছু বেশি পরিমাণে নেশা করে তা তার অল্প পরিমাণেও অবৈধ। (তিরমিযী, আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ)

উম্মে সালমা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকল নেশাজাতীয় দ্রব্য ও মুফাতির (মন, শরীর ও অন্তরকে উত্তেজিত ও বিরক্ত করে) হারাম করেছেন। (আবু দাউদ)

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি পিতা-মাতার অবাধ্য, জুয়াখেলা, দান-খয়রাতের পর কঠোর এবং মদ্যপানে অভ্যস্ত, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। (দারামি)

আবূ উমামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাকে বিশ্ববাসীর জন্য রহমত স্বরূপ প্রেরণ করেছেন। এবং আমার সর্বশক্তিমান ও মহিমান্বিত প্রভু আমাকে ড্রাম, বাদ্যযন্ত্র, প্রতিমা, ক্রুশ এবং অজ্ঞতার দিনের বিষয়গুলি বিলুপ্ত করার আদেশ দিয়েছিলেন। আমার সর্বশক্তিমান ও মহিমান্বিত পালনকর্তা শপথ করেছেন, 'আমার সম্মানের কসম, আমার বান্দাদের মধ্যে কেউ এক মুখ মদ পান করবে না, বরং আমি তাকে (জাহান্নামের) প্রখর পানি থেকে তার মতো পান করাব। আর কেউ আমার ভয়ে তা থেকে বিরত থাকবে না, বরং আমি তাকে পবিত্র ঝর্ণা থেকে পানীয় দেব। (আহমাদ)

হজরত ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'এমন তিনজন আছে যাদের জন্য আল্লাহ জান্নাত হারাম করেছেন, একজন মদ্যপ, একজন পিতা-মাতার অবাধ্য এবং একজন বেপরোয়া স্বামী, যে তার পরিবারে অপবিত্রতা প্রতিষ্ঠা করে। (আহমাদ ও নাসায়ী)

হজরত আবু মুসা আশরী (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'এমন তিনজন আছে যারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না, একজন মদ্যপ, একজন রক্তের বন্ধন ছিন্ন করে এবং একজন জাদুতে বিশ্বাস করে। (আহমাদ)

ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যদি মদ্যপ ব্যক্তি মারা যায়, তবে সে আল্লাহর সাথে তার মতো ইবাদত করবে। (আহমাদ, ইবনে মাজাহ, আবু হুরায়রা)

আবু মূসা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলতেন, আমি মদ খাই নাকি আল্লাহব্যতীত এসব মূর্তির উপাসনা করি, তা নিয়ে আমি কোন পার্থক্য করি না। (নাসায়ী)

উপরোক্ত আহাদিস থেকে আমরা স্পষ্টভাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং নেশার বিষয়ে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি দেখতে পাই। অন্য এক হাদিসে রাসূল (সা.) মাদকদ্রব্যের বর্ণনা দিয়েছেন:

১। সমস্ত মন্দের চাবিকাঠি।

২। সমস্ত ত্রুটি এবং ত্রুটির মাথা।

৩। বড় পাপের মধ্যে সবচেয়ে ভয়ংকর পাপ।

৪। সকল নৃশংসতার জননী।

৫। সকল মন্দের জননী।

ইসলামে মাদক, নেশাজাতীয় দ্রব্য এত ঘৃণ্য, জঘন্য, নোংরা ও জঘন্য কেন? আসুন দেখে নেওয়া যাক জাগতিক ও ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে মাদকের প্রভাব সম্পর্কে পণ্ডিতরা কী বলেছেন:

ইবনে হাজার আল-মাক্কি রহমতুল্লাহি আলাইহি কিছু আলেমের কাছ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, হাশিস (গাঁজা) সেবনে তারা ১২০ টি পার্থিব ও ধর্মীয় ক্ষতিকর। ১০ টি নয়, ২০ টি নয়, ১২০ টি ক্ষতিকারক জিনিস ড্রাগ সেবনের মাধ্যমে ঘটে।

মহান ইবনে-ই-সিনা বলেছেন যে এটির প্রচুর পরিমাণে বীর্য শুকিয়ে যায় (শুক্রাণু বহনকারী তরলটি তাকে যৌন সঙ্গমে আবেগে অক্ষম করে তোলে)।

ইবনুল বিতার (রহঃ) বলেন: একদল লোক মাদক দ্রব্য ব্যবহার করত এবং তারা মানসিকভাবে বিপর্যস্ত (পাগল) হয়ে পড়ে।

ইমাম জারাখশী তার বইয়ে বিখ্যাত ডাক্তার জাকারিয়া রাজীর কাছ থেকে হাশিস (কোকেন) নিষিদ্ধ করার বিষয়ে বর্ণনা করেছেন যে, হাশিস খাওয়ার ফলে মাথা ব্যথা হয়, বীর্য শুকিয়ে যায়, বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে, নিউরোসিস হয়, শরীরের সমস্ত তরল শুকিয়ে যায় যা আকস্মিক মৃত্যুর কারণ হতে পারে। এছাড়াও এটি মনকে ত্রুটিযুক্ত করে, ব্যস্ত জ্বর, যক্ষ্মা এবং এডিমা (ড্রপসি) প্ররোচিত করে।

ইবনে তাইমিয়া (একজন প্রখ্যাত আলেম) বলেন: "খামরের সমস্ত দোষ, ত্রুটি, মন্দ জিনিস হাশিস এবং আরও অনেক কিছুতে বিদ্যমান। কারণ খামরের অধিকাংশ ত্রুটি ধর্মকে প্রভাবিত করে, কিন্তু হাশিস ধর্ম ও শরীর উভয়কেই অনেকাংশে প্রভাবিত করে। অতঃপর শেখ তাইমিয়া এর ত্রুটি বর্ণনা করেন:-

১) ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে এটি মদের মতোই নেশাজাতীয়, এটি মনকে ধ্বংস করে, ভুলে যাওয়ার কারণ হয়, গোপন ীয়তা প্রকাশ করে, লজ্জা ধ্বংস করে, বিদ্বেষ সৃষ্টি করে, আত্মসম্মানকে দমন করে, বুদ্ধিকে মুছে ফেলে, সালাত প্রতিরোধ করে এবং হারাম, হারাম, হারাম জিনিসের দিকে প্ররোচিত করে।

২) শারীরিক দিক থেকে এটি মনকে খারাপ করে, সন্তান জন্মদানের পথ বন্ধ করে দেয়, কুষ্ঠরোগ, অসুস্থতা, জ্বর, দুর্গন্ধ, ভ্রু ও দাঁত ক্ষয়, রক্ত উষ্ণ, যক্ষ্মা, অন্ত্রের ক্ষতি করে, শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধ্বংস করে, লিভার পাঞ্চার করে, পেট পোড়ায় এবং দৃষ্টিশক্তি দুর্বল করে দেয়।

সমস্ত উদ্ভিদবিদরা সর্বসম্মতভাবে যে বিষয়ে একমত হয়েছেন তা হ'ল হাশিস (গাঁজা) একটি নেশাজাতীয় দ্রব্য, এই উদ্ভিদবিদদের মধ্যে একজন ইবনে-ই-বাইতার। ইবনে বাইতার বলেন, এটি নেশাজাতীয়।

আবু ইসহাক শিরাজী রহমতুল্লাহি আলাইহি ও আল্লাহমা নওয়াবীসহ সকল আলেম এটিকে নেশাজাতীয় বলে আখ্যায়িত করেছেন। আল্লাহমা জারাখশী আরও লিখেছেন যে, আমরা এ বিষয়ে কারো মতভেদ দেখিনি।

ইবনে তাইমিয়া হযরত ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) বলেন, এটা মদের মতই নেশাজাতীয় দ্রব্য। আর আল্লাহমা কিরাফে বলেন, আমার গবেষণা অনুযায়ী দুর্নীতি ও মন্দের কারণ হাশিস।

শরিয়াহ এবং যৌক্তিক চিন্তাভাবনা উভয়ই মাদক নিষিদ্ধ করার দিকে নির্দেশ করে।

ইমাম জারাকশী তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন: - সকল আয়াত (কুরআনের) এবং আহাদিস যা সাক্ষ্য দেয় যে মাদকদ্রব্য হারাম, তার মধ্যে রয়েছে হাশিস (অর্থাৎ মাদকদ্রব্য)। এ বিষয়ে আয়াত ও হাদীস ইতিমধ্যে বর্ণিত হয়েছে।

আরেকটি আয়াত, যা মাদককে নিষিদ্ধ বলে প্রমাণ করে তা হল: "তারা তোমাদের মতই খামর (নেশা) এবং জুয়া সম্পর্কে। বলুনঃ তাদের মধ্যে মহা পাপ ও মানুষের জন্য কিছু লাভ রয়েছে, কিন্তু পাপ লাভের চেয়ে বড়।

এই আয়াতটি, নেশাজাতীয় দ্রব্য গ্রহণ করা কতটা গুরুতর পাপ তা আমাদের জানানোর পাশাপাশি একটি নীতিও প্রদান করছে: যা কিছুতে মন্দ এবং ক্ষতি লাভের চেয়ে বেশি তা অনুমোদিত নয়। অতএব, আমরা যদি ড্রাগগুলি বিবেচনা করি তবে তারা সংবেদনশীল উপলব্ধিগুলিকে সরিয়ে দেওয়ার পাশাপাশি হ্যালুসিনেশন এবং বিভ্রম তৈরি করে। এগুলি শরীরের অস্থিরতা, নিউরোসিস, স্বাস্থ্যের অবনতি, নৈতিক অসংবেদনশীলতা ইত্যাদি সৃষ্টি করে। তদুপরি, বিনোদনমূলক উদ্দেশ্যে ড্রাগ গ্রহণের কোনও সুবিধা নেই। গাঁজা (ডোপ, ড্র) এর মতো ক্লাস বি ড্রাগগুলি ঠিক আছে বলে ধারণাটি (শয়তানের কাছ থেকে) পুরোপুরি ভুল। এই আয়াতটি স্পষ্টভাবে দেখায় যে

যদিও মনে হয় যে এতে কয়েকটি উপকারিতা থাকতে পারে, সামগ্রিকভাবে এর মন্দতা অনেক বেশি।

সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে, 'প্রত্যেক নেশাই খামর এবং সব খামর হারাম।

ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) বলেন, "একজন ব্যক্তির জন্য যথেষ্ট ক্ষতি হওয়া উচিত যে, এটা আপনাকে আল্লাহর স্মরণ ও সালাত থেকে বিরত রাখে।

সংক্ষেপে বলা যায়, জিকির-উল্লাহ ও সালাত থেকে মানুষকে বিরত রাখে এমন সবকিছুই মদের মতো হারাম। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন: আর আল্লাহ তোমাদের উপর হারাম করেছেন 'খাবাইত' অর্থাৎ ঘৃণ্য, মন্দ ও মন্দ কাজ। মনের চিন্তা ও উপলব্ধির অনুষদকে ক্ষতিগ্রস্ত করে এমন জিনিসের চেয়ে মন্দ আর কী হতে পারে?

দাইলামা আল-হুমাইরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল, আমরা এক শীতল ভূমিতে বাস করছি এবং সেখানে আমাদের কঠোর পরিশ্রম করতে হবে এবং আমরা এই গম থেকে মদ প্রস্তুত করি, যা আমাদের কাজে এবং আমাদের শহরের ঠাণ্ডায় শক্তি যোগায়। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'এটা কি নেশাগ্রস্ত? 'হ্যাঁ', তিনি উত্তর দিলেন। তিনি বললেন, 'ছেড়ে দাও।' ' আমি বললাম, 'নিঃসন্দেহে লোকেরা তা ত্যাগ করতে পারে না। তিনি বললেন, যদি তারা তা ত্যাগ না করে, তবে তাদের সাথে যুদ্ধ কর। (আবু দাউদ)

এই হাদীসটি আমাদেরকে হারামের মূল কারণ ব্যাখ্যা করে। প্রধানত, যদি এটি নেশাগ্রস্ত হয় তবে এটি হারাম। একই কারণ এবং কারণ ড্রাগগুলিতে পাওয়া যায়।

কেউ কেউ বলতে পারেন যে সমস্ত ড্রাগ নেশাগ্রস্ত হয় না, হেরোইন এবং হাশিসের মতো ড্রাগগুলি কেবল হতাশাজনক যা মনকে ধীর এবং দুর্বল করে তোলে। এর উত্তর নিম্নোক্ত হাদিসে রয়েছে:

উম্মে সালমা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সাঃ) সকল নেশাজাতীয় দ্রব্য ও মুফতিরকে হারাম করেছেন।

ইমাম জারাকশী তাঁর কিতাবে উল্লেখ করেছেন: আলেমগণ বলেছেন যে মুফতির এমন সব কিছু যা শিথিলতা সৃষ্টি করে।

অতঃপর তিনি বলেন: হাদীসটি (যা উপরে উল্লিখিত হয়েছে) বিশেষভাবে হাশিসের নিষেধকে প্রমাণ করে কারণ যদি এটি একটি নেশাজাতীয় দ্রব্য হিসাবে বিবেচিত না হয় তবে অবশ্যই 'মুফতির' (এমন পদার্থ যা নিদ্রাহীনতা এবং মনকে দুর্বল করে দেয় ইত্যাদি) সংজ্ঞার আওতায় আসে।

মাদক নিষিদ্ধকরার ব্যাপারে উম্মাহর ঐকমত্যের কথাও অনেক আলেমের কাছ থেকে বর্ণিত হয়েছে। ইমাম জারাকশি বলেছেন:

হাশিস নিষিদ্ধ করার বিষয়ে বেশ কয়েকজন আলেমের কাছ থেকে উম্মতের ঐকমত্য বর্ণিত হয়েছে; আলেমদের মধ্যে রয়েছে কিরাফি এবং ইবনে তাইমিয়াহ। আর যদি তা যথেষ্ট না হয়, ইবনে তাইমিয়া আরও বলেছেন: "যে ব্যক্তি এটিকে হালাল মনে করে সে কাফের হয়ে যায়। 'আল্লাহ না করুন')।

চার মাযহাবের আলেমগণ সর্বসম্মতভাবে একমত যে, নেশাজাতীয় কিছু খাওয়া হারাম, কিছু উদ্ভিদও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে কারণ ইমাম রাফি স্পষ্টভাবে বলেছেন, 'আলেমগণ নেশাজাতীয় উদ্ভিদ ইত্যাদিকে নিষেধাজ্ঞার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

এখন পর্যন্ত কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমাহ (উলামাদের ঐকমত্য) এর মাধ্যমে মাদক নিষিদ্ধ করার বিষয়টি প্রমাণিত হয়েছে। এটি 'কিয়াস' (উপমা দ্বারা হ্রাস) অর্থাৎ যৌক্তিক যুক্তি দ্বারা আরও প্রমাণ করা যেতে পারে। যখন কোনও ব্যক্তি নেশাগ্রস্ত হয় (বা রাস্তার ভাষায় 'পাথর' হয়) তখন সে জানে না যে সে কী করছে। সে সহজেই কাউকে হত্যা করতে পারে বা ব্যভিচার করতে পারে ইত্যাদি। একইভাবে, তার অভ্যাসকে খাওয়ানোর জন্য, তাকে সম্ভবত চুরি করতে হবে। এগুলি সন্দেহাতীতভাবে অবৈধ। এবং একটি সাধারণ নিয়ম আছে যে, যা হারাম (হারাম) কিছুর দিকে পরিচালিত করে তা নিজেই হারাম। সুতরাং আইনশাস্ত্রের চারটি উৎস (কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা এবং কিয়াস) দ্বারা মাদককে হারাম হিসাবে প্রমাণিত করা হয়েছে।

মাদক সেবনের আইনগত শাস্তি কি?

ইমাম মাওয়ার্দী জোর দিয়ে বলেছেন যে, অতিরিক্ত উত্তেজনা (নেশা) সৃষ্টিকারী উদ্ভিদ খাওয়ার ফলে 'হাদ্দ' (আইনগত শাস্তি অর্থাৎ ৮০ বেত্রাঘাত) আবশ্যক হয়ে পড়বে।

ইমাম কিরাফী বলেন, এ যুগের সকল উলামা একমত হয়েছেন যে, এর ব্যবহার হারাম। যাইহোক, মাদকের দ্বারা কী (শাস্তি) বাধ্যতামূলক হয় তা নিয়ে মতপার্থক্য রয়েছে; হয় এটি নেশাগ্রস্ত হওয়ার কারণে অথবা তাজির (তিরস্কার) কারণ এটি মনকে দূষিত করে। উপরন্তু, তিনি তার আয-জাখিরা গ্রন্থে বলেছেন যে হাদ্দ বা তাজির আরোপ করা হবে।

তিন বিশিষ্ট ইমামের (ইমাম শাফি, ইমাম মালিক এবং ইমাম আহমাদ) মতে, যে পরিমাণ পরিমাণই হোক না কেন, যে কোনো নেশাজাতীয় দ্রব্য সেবন করলে তার ৮০ টি বেত্রাঘাতের আইনগত শাস্তি হবে। তবে ফাতাওয়া 'আল-খুলাসা লিল-হানাফিয়াহ' গ্রন্থে হানাফি মাযহাবে বলা হয়েছে: যদি কোন নেশাজাতীয় দ্রব্য গ্রহণ করা হয়ে থাকে তবে ইমাম মুহাম্মাদ হাদ্দের মতে প্রয়োজন হবে এবং ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম আবু ইউসুফের মতে তাকে কঠোর ভাবে তিরস্কার করা হবে, কিন্তু হাদীস আরোপ করা হবে না। তাজির (তিরস্কার) এমন একটি শাস্তি যা কোনও নির্দিষ্ট পরিমাণ ধারণ করে না এবং এটি বিচারকের সিদ্ধান্ত। মনে রাখবেন যে কিছু পণ্ডিতের মতে, কিছু ক্ষেত্রে, তাজির হাদ্দের চেয়ে আরও গুরুতর প্রমাণিত হতে পারে, উদাহরণস্বরূপ যখন ব্যক্তি ক্রমাগত অপরাধ করে।

মাদক হারাম। এগুলো থেকে বিরত থাকতে হবে। তারা মানুষের জীবনকে শারীরিক, মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিকভাবে ধ্বংস করে দেয়। যদি কেউ মাদকের সাথে জড়িত থাকে তবে তাদের অবিলম্বে বন্ধ করা উচিত এবং সহায়তা নেওয়া উচিত।

তথ্য সূত্রঃ

Islam and Drugs (inter-islam.org)

ইসলামি শরিয়তে মাদক দ্রব্যের উৎপাদন ও ব্যবসা

ইসলামি শরিয়তে যে সকল বস্তু খাওয়া নিষিদ্ধ ওই সকল বস্তুর ব্যবসা, লেনদেন এবং আদান-প্রদানও নিষিদ্ধ। এভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদের ব্যবসাকেও হারাম করেছেন। এমনকি অমুসলিমদের সাথেও এ ব্যবসা জায়িয নেই। মদ ও মাদকদ্রব্যের উৎপাদন, আমদানি, রফতানি সব কিছুই নিষিদ্ধ। এসব কারখানায় কর্মকর্তা ও কর্মচারী হিসাবে চাকরি করাও সমানভাবে নিষিদ্ধ। মদ্যপানের সকল পথ রুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে মদ তৈরিকারীর নিকট আঙুর বিক্রি করাও নবীজী নিষিদ্ধ করেছেন। তিনি ইরশাদ করেন, "যে লোক আঙুরের ফসল কেটে তা সঞ্চয় করে রাখে কোন ইয়াহুদি, খ্রিস্টান বা এমন ব্যক্তির কাছে বিক্রয় করার উদ্দেশ্যে, যে তা থেকে মদ তৈরি করবে, তাহলে সে জেনেশুনেই আগুনে ঝাঁপ দিল।"

উপরোল্লিখিত হাদিসসমূহ দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়, কোন অমুসলিম ব্যক্তিও যদি কোন মুসলমানের তালগাছ এ উদ্দেশ্যে অর্থের বিনিময়ে নিতে চায় যে, সে ঐ গাছের রস থেকে ওই তাড়ি (মদ তৈরির উপাদান) তৈরী করবে, তবে ঐ গাছ ওই ব্যক্তিকে দেয়া বৈধ হবে না। খেজুর গাছের বেলায় একই হুকম প্রযোজ্য হবে।

ফিক্বহ্বিদগণের অভিমত

ফিকহশাস্ত্রবিদগণ এ কথায় ঐকমত্য পোষণ করেন, যে সব বস্তুর মধ্যে নেশা আছে তার সব নিষিদ্ধ। তা কি দিয়ে প্রস্তুত করা হয়েছে সেটা বিবেচ্য নয়। সেটা আঙুরের, খেজুরের, মধু, গম, যব অথবা অন্য কিছুর তৈরি হলে তা নিষিদ্ধ। চেতনানাশক দ্রব্যাদিও ব্যবসা-বাণিজ্য হারাম, কেননা এতে শারীরিক ক্ষতি, জ্ঞান লোপসহ বহুবিধ ফ্যাসাদ সৃষ্টি হয়। কাজেই শরি'আত এসব দ্রব্যের অনুমোদন দিতে পারে না। শুধু তা নয়, এগুলোর চেয়ে কম ক্ষতিকর বস্তুও হারাম। এ ক্ষেত্রে হানাফি মাযহাবের 'আলিমগণ বলেন,

إن من قال يحل الحشيش زنديق مبتدع

“যে ব্যক্তি ভাংকে হালাল বলে, সে ধর্মত্যাগী ও বিদ্‘আতি।” চেতনানাশক দ্রব্যাদির ব্যবসা-বাণিজ্যে লিপ্ত হওয়া মানে আল্লাহ্ তা‘আলার নাফারমানিমূলক কাজে সহায়তা করা। আর এ সহায়তা সম্পূর্ণ হারাম। এভাবে মাদকদ্রব্য তৈরির উদ্দেশ্যে ভাং, আফিম ইত্যাদি উৎপাদন করা এবং এসব দ্রব্যাদির লব্ধ অর্থও হারাম এবং অবৈধ। হযরত ইব্ন আববাস (রা.) হতে বর্ণিত হাদিসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمِ الشُّحُومُ، فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا، وَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا حَرَّمَ أَكْلَ شَيْءٍ، حَرَّمَ ثَمَنَهُ

“আল্লাহ্ তা‘আলা ইয়াহুদী জাতিকে অভিসম্পাত করেন, কারণ তাদের ওপর চর্বি নিষিদ্ধ করা সত্ত্বেও তারা তা বিক্রয় করে এবং এর বিক্রয় লব্ধ টাকা ভক্ষণ করে। আর আল্লাহ্ তা‘আলা যখন কোন বস্তুকে হারাম করেন তখন তার মূল্যকেও হারাম করে দেন।”

তথ্য সূত্রঃ

Islam and Drugs (inter-islam.org)

কুরআনে স্বাস্থ্যের গুরুত্ব

একটি বিষয় নিশ্চিত করা প্রয়োজন যে শারীরিক শরীর যেন সুস্থ থাকে যাতে মানসিক বা আত্মিক সুস্থতা ও থাকতে পারে এবং ফলস্বরূপ আল্লাহর বিশ্বাসী মানুষগুলো তাদের আধ্যাত্মিক এবং বস্তুগত উভয় ধরনের অর্জনে সক্ষম হয়। এই কারণে ইসলাম কিছু নির্দিষ্ট খাবারকে তাদের খারাপ প্রভাবের কারণে নিষিদ্ধ করেছে এবং অন্যান্য সমস্ত বিশুদ্ধ, ভাল এবং পরিষ্কার খাদ্য পণ্যকে অনুমতি দিয়েছে। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন:

"হে ঈমানদারগণ! আমি তোমাদেরকে যা দিয়েছি তা থেকে পবিত্র ও পবিত্র আহার কর এবং আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর, যদি তোমরা তাঁরই এবাদত কর।(২:১৭২)

সাধারণভাবে মুসলমানদের ভাল এবং বিশুদ্ধ জিনিস খাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয় এবং অপবিত্র, খারাপ এবং ক্ষতিকারক জিনিসগুলিতে লিপ্ত না হওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয় যাতে তারা তাদের প্রকাশ্য শত্রু শয়তানকে অনুসরণ করে:

"হে জনগণ! পৃথিবীতে যা হালাল ও উত্তম তা থেকে আহার কর এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না, কারণ সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।(২:১৬৮)

পূর্বে উল্লিখিত আয়াতসমূহে জায়েজ খাবারের বিষয়ে সাধারণ নীতি বর্ণিত হয়েছে। পবিত্র কুরআনে নিম্নোক্ত আয়াতে নিষিদ্ধ খাবারের ধরন উল্লেখ করা হয়েছে:

"তিনি তোমাদেরকে হারাম করেছেন মৃত প্রাণী, রক্ত, শূকরের মাংস এবং যে প্রাণীর উপর আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নাম উচ্চারণ করা হয়েছে তা থেকে।(২:১৭৩, ১৬:১১৫)

উপরোক্ত আয়াতে যে চারটি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে তা ইসলামে একেবারে নিষিদ্ধ, কারণ আল্লাহ তা'আলা সর্বাধিক জানেন। যাইহোক, গবেষণার মাধ্যমে, তাদের মধ্যে কিছু যেমন ক্যারিয়ন, রক্ত এবং শূকরের মাংস মানব স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকারক বলে প্রমাণিত হয়েছে। যদিও শূকরের মাংস নৈতিক স্বাস্থ্য এবং খাদ্যের জন্য ক্ষতিকারক, যার উপর আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও নাম উচ্চারণ করা হয়েছে তা আধ্যাত্মিক স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকারক।

পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন অধ্যায়ে অন্যান্য নিষিদ্ধ বস্তুর কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। সূরা আল-মায়িদাহ-এ পূর্বে উল্লিখিত চারটি বিষয়ের সাথে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোও উল্লেখ করা হয়েছে। যেসব পশুকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করা হয়েছে, অথবা হিংস্র আঘাতে হত্যা করা হয়েছে, মাথা উঁচু করে পড়ে হত্যা করা হয়েছে, যাদের আংশিক ভাবে বন্য প্রাণী খেয়ে ফেলেছে এবং মৃত্যুর আগে জবাই করেনি, সেগুলোও মূর্তির নামে কোরবানি করা হয়েছে।

তথ্যসূত্রঃ

Diet in Islam (inter-islam.org)

মদ্যপানে ও মাদকের ক্ষতির দিকসমূহ

মদ্যপান মানুষের বিভিন্ন দিক ক্ষতি সাধন করে। আর্থিক অপচয়ের সাথে সাথে শারীরিক বহুবিধ ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয় মদ্যপানে। সর্বপ্রকার মাদকদ্রব্য পানে স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়ে। ফলে এসব বিষাক্ত দ্রব্য পানে অভ্যস্ত ব্যক্তিদের মাধ্যমে সমাজদেহে মারাত্মক ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ে, সমাজদেহে পচন ধরে এবং পরিবারে ভাঙ্গন ধরে। ফলে দুর্নীতি ও অসৎ পন্থা অবলম্বনে তাদের কোন কুণ্ঠা বা দ্বিধা থাকে না। বর্তমান বিশ্বে অধিক হারে যেসব লোক মাদকদ্রব্যে আসক্ত হয়ে পড়েছে সেগুলো হচ্ছে ফেনসিডিল, হাশিশ, আফিম, গাঁজা, হিরোইন, কোকেন, পেথিড্রিন, ইয়াবা ইত্যাদি। এসব দ্রব্য মদের মতই ক্ষতিকারক; বরং কোন কোন দ্রব্য বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে আরো মারাত্মক। বিশেষ ক্ষতিকর দিকসমূহ নিচে উল্লেখ করা হলঃ

এক. চোখের ক্ষতি : নেশায় অভ্যস্ত ব্যক্তির চোখের মণি সংকোচিত হয়ে যায় এবং দৃষ্টিশক্তি লোপ পায়। শ্বাস প্রণালী, খুস্খুস্ কাশি থেকে ব্রংকাইটিস, নিউমোনিয়া, ক্যান্সার এবং শ্বাসকষ্ট ইত্যাদি মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে।

দুই. হৃদযন্ত্র ও রক্তপ্রণালীর ক্ষয় : মদ্যপানে হৃদযন্ত্রের ভারসাম্য থাকে না। হৃদস্পন্দন অস্বাভাবিক উঠা-নামা করে। হৃদযন্ত্রের কার্যকারিতা হ্রাস পায়, রক্ত কণিকার সংখ্যার পরিবর্তন আসে, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়, এবং রক্তশূন্যতা দেখা দেয় ইত্যাদি।

তিন. যকৃত /লিভার : শরীরের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। অতিরিক্ত মদ্যপানে লিভার মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে। যেমন : জন্ডিস, হেপাটাইটিস, সিরোসিস ও ক্যান্সার ইত্যাদি।

চার : কিডনি : মদ্যপানে কিডনির কার্যক্ষমতা কমে পায়। ঘন ঘন সংক্রমণ হয়ে পরিশেষে কিডনি অকার্যকর হয়ে যায়।

পাঁচ : খাদ্য প্রণালী : খাদ্য গ্রহণে রুচি হ্রাস পায়। হজমশক্তির হ্রাস, আল্সার, এসিডিটি, কোষ্ঠকাঠিন্য ইত্যাদি।

মস্তিষ্কগত ও মানসিক সমস্যা : নেশাগ্রস্ত অবস্থায় প্রলাপ বকা, আত্মহত্যার ঝুঁকি, পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিকতা সম্পর্কে অসচেতনতা, চিন্তাশক্তি লোপ, স্মৃতিশক্তি কমে যাওয়া, অস্থিরতা এবং বিষন্নতা ইত্যাদি মানসিক রোগ দেখা দেয়। নেশাগ্রস্ত অবস্থায় বিমান, গাড়ি বা মেশিন চালালে ভয়াবহ দুর্ঘটনার আশঙ্কা বেশি। একই জায়গায় সূঁচ দ্বারা পেথিড্রিন ইনজেকশান নেয়ার ফলে ক্ষত থেকে সংক্রমণ প্রদাহ সৃষ্টি হতে পারে। তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদ্যপানে অভ্যস্ত ব্যক্তিদের সংস্পর্শ ও সংশ্রব গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকতে কঠোরভাবে নির্দেশ দিয়েছেন। নবিজী ইরশাদ করেন-

من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يقعد علي مائدة تدار عليها الخمر

“ আল্লাহ্ ও আখিরাতের ওপর ঈমানদার ব্যক্তি যেন এমন খাদ্যপূর্ণ খাঞ্চায় না বসে, যেখানে মদ পরিবেশন করা হয়।” [ইমাম আহমদ, মুসনাদ]

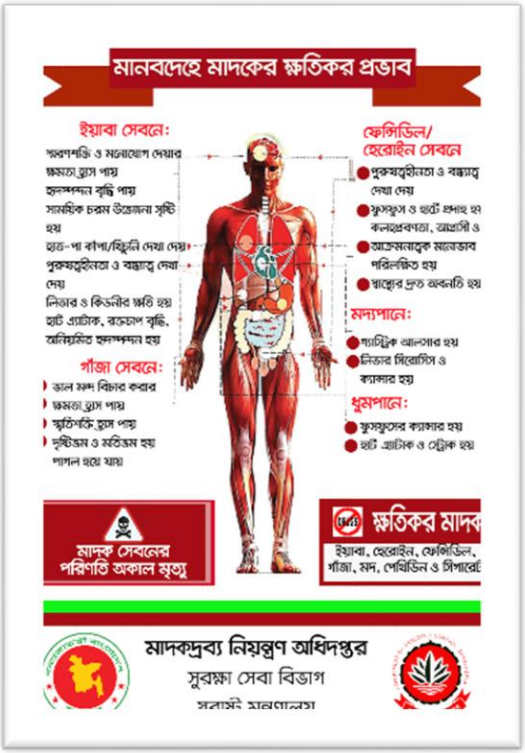

মদ/অ্যালকোহল সমস্ত পাপের মূল

অ্যালকোহল নিষিদ্ধ করার আইনগুলির ক্রমান্বয়ে প্রকাশের মধ্যে যেমন মহান প্রজ্ঞা রয়েছে, তেমনি অ্যালকোহল পান করার জন্য কঠোর শাস্তির স্ট্রেইট প্রয়োগের ক্ষেত্রেও প্রজ্ঞা রয়েছে। অতএব, নবী মদকে পাপের জননী হিসাবে উল্লেখ করেছেন কারণ এটি খাওয়ার পরে মানুষ অন্যান্য বড় পাপে লিপ্ত হতে পারে।

একবার একজন ধার্মিক পুরুষ এক মহিলার সাথে দেখা করলেন, যিনি তাকে পাপ (ব্যভিচার) করার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। লোকটি স্পষ্টভাবে প্রত্যাখ্যান করেছিল। তার ক্রমাগত জোর করার পরেও, তিনি এখনও ব্যর্থ হন। তারপরে, তিনি তাকে বিকল্পগুলির একটি পছন্দ দিয়েছিলেন,

১। তার সাথে ব্যভিচার করা অথবা

২। তার সদ্যোজাত সন্তানকে হত্যা করার জন্য, যাকে সে তার আগের স্বামীর কাছ থেকে পেয়েছিল। অথবা

৩। তার কাছে থাকা কিছু অ্যালকোহল পান করা।

যদি তিনি তা মানতে রাজি না হতেন তবে তিনি চিৎকার করতেন এবং সেই জায়গার বাসিন্দাদের মিথ্যা জানিয়ে দিতেন যে তিনি তাকে ধর্ষণ করেছেন। লোকটি চিন্তা করার পরে মদ্যপান করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, এটি তিনটি পাপের মধ্যে সর্বনিম্ন ক্ষতিকারক বলে মনে করেছিল। মদ্যপানের পরে, তিনি নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়েন, এবং ফলস্বরূপ, তিনি শিশুটিকে হত্যা করেছিলেন এবং মহিলার সাথে ব্যভিচারও করেছিলেন।

এক হাদিসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ইমাম ও মদ কোনো ব্যক্তির সঙ্গে একত্রিত হতে পারে না(সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়)। (নাসায়ী)

অ্যালকোহলের উপকারিতা এবং ক্ষতি

লোকেরা সাধারণত অ্যালকোহলের জন্য কী কী উপকারের জন্য দায়ী তা ভালভাবে জানে, উদাহরণস্বরূপ অস্থায়ী সুখ উপভোগ করা, অল্প সময়ের শক্তি বৃদ্ধি, রঙ প্রাথমিকভাবে পরিষ্কার হয়ে যায় (কিছু চিকিৎসা দাবি হিসাবে)।

অ্যালকোহলের কয়েকটি সীমিত সুবিধার তুলনায় এর ঝুঁকি এবং ক্ষতিগুলি এত বৈচিত্র্যময় যে, সম্ভবত এত গুলি অসুবিধা অন্য কোনও জিনিসে উপস্থিত নাও থাকতে পারে।

১. অ্যালকোহলের মাধ্যমে পেট ধীরে ধীরে সঠিকভাবে কাজ করার ক্ষমতা হারায়।

২.ক্ষুধা হ্রাস ঘটায়।

৩. এটি মুখের/চেহারার বৈশিষ্ট্যগুলি নষ্ট করে

৪. বয়স দ্রুত করে তোলে।

৫. সঠিকভাবে চিন্তা ও কথা বলার ক্ষমতা দুর্বল ও হ্রাস করে।

6. হার্ট ফেইলিওর কারণ

৭. অ্যালকোহলের বংশধরদুর্বল হয়।

৮. মানুষের মধ্যে ঝগড়া ও শত্রুতা সৃষ্টি করে

৯. গুরুতর পাপের দিকে ধাবিত হয়,

১০. প্রায়শই ব্যভিচার এবং হত্যা মদ্যপানের প্রত্যক্ষ ফলাফল।

১১. এই অপকর্মে হাজার হাজার টাকা অপচয় হয়

তথ্যসূত্রঃ

The Harms of Alcohol (inter-islam.org)

ধূমপানের ব্যাপকতা ও কুফল

যে কোন অভ্যাস যা নির্ভরশীলতা বাড়ায় এবং স্বাস্থ্যের ক্ষতি তা ইসলামে হারাম, এবং ইহা এক ধরনের আসক্তি, । সিগারেট বা তামাক এমন এক ধরনের জিনিস যা আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য খুবই ক্ষতিকর, ও মাদকাসক্তিরুপে গন্য।

পঞ্চদশ শতাব্দীতে আমেরিকায় তামাকের প্রথম আবিষ্কারের পর থেকে ধূমপানের এপিডেমিক বিশ্বজুড়ে ক্রমাগত ছড়িয়ে পড়েছে। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে, ইউরোপীয় দেশগুলি ধূমপানের বিপদগুলি উপলব্ধি করেছিল এবং ধূমপান নিষিদ্ধ করার জন্য ইংল্যান্ড এবং অন্যান্য বিভিন্ন দেশে বিশেষ আইন প্রণয়ন করেছিল। পশ্চিমা দেশগুলো আজও ধূমপানের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। তারা মিডিয়ার মাধ্যম ব্যবহার করে, আইন পাস করে এবং মানুষকে ধূমপান থেকে নিরুৎসাহিত করার জন্য একাধিক পদ্ধতি প্রয়োগ করে।

ধূমপান, কিছুটা হলেও, ভদ্র সমাজের নিয়ম হয়ে উঠেছে এবং এটি থেকে বিরত থাকা ব্যতিক্রম। একজন অধূমপায়ী ব্যক্তিকে লোকেরা বিস্মিত এবং অবজ্ঞার সাথে দেখে যখন ঐ ব্যক্তি ধূমপানে অস্বীকৃতি জানান বা ইহারI কারণ ব্যাখ্যা করতে অস্বীকার করেন। অতিথিদের সিগারেট খাওয়ানো আতিথেয়তার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে!

অধিকন্তু, যারা দ্বীনের প্রতিনিধিত্ব করার ভান করে তারা সবচেয়ে খারাপ আসক্তদের মধ্যে রয়েছে। যখন তাদের কে তাদের অপকর্মের জন্য তিরস্কার করা হয় বা তিরস্কার করা হয়, তখন তারা এটিকে ন্যায়সঙ্গত করার জন্য দুর্বল অজুহাত সরবরাহ করে প্রতিক্রিয়া জানায়। তারা নির্লজ্জভাবে মন্তব্য করে যে ধূমপান নিষিদ্ধ করার কোনও স্পষ্ট পাঠ্য নেই। যার মাধ্যমে তারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে ধূমপান নিষিদ্ধ নয়, বরং এটি কেবল মাক্রুহ (অপছন্দনীয়)। এইভাবে তারা অজ্ঞদের জন্য একটি খারাপ অজুহাত সরবরাহ করে এবং অন্যদের জন্য একটি খারাপ উদাহরণ স্থাপন করে।

সুতরাং, এই নিবন্ধনে, ইসলামে ধূমপানের বিধান সম্পর্কে প্রমাণ সরবরাহ করার প্রয়োজন যুক্তিযুক্ত। আশা করি, এতে আমাদের মুসলিম ভাই-বোনেরা উপকৃত হবেন। এবং আমরা আল্লাহ তা'আলার কাছে দোয়া করি যেন তিনি আমাদের কাছ থেকে তা তাঁর সন্তুষ্টির জন্য আন্তরিক আমল হিসেবে গ্রহণ করেন।

ধূমপান বলতে তামাক বা অনুরূপ প্রভাবের উপকরণ গুলি আগুনের সাহায্যে জ্বালিত করার ক্রিয়াকে বোঝায়, যা তারপরে ধোঁয়া বের করার জন্য ঠোঁট দিয়ে চুষতে হয়। এই ধোঁয়া বুকে শ্বাস নেওয়া হয় এবং তারপরে নাক এবং মুখ থেকে নিঃশ্বাস ত্যাগ করা হয়।

ধূমপানকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করার জন্য অনেকগুলি কারণ রয়েছে, যার মধ্যে যে কোনও একটি যথেষ্ট। সবচেয়ে বড় কথা, এটি দ্বীন, স্বাস্থ্য, পরিবেশ, পরিবার, ভ্রাতৃত্ব ও সামাজিক সম্পর্ক, সম্পত্তি ইত্যাদির জন্য ক্ষতিকর।

ধূমপান একজন ব্যক্তির উপাসনার ক্ষতি করে। উদাহরণস্বরূপ, এটি সালাতকে ধ্বংস করে দেয়, যা দ্বীনের স্তম্ভ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি রসুন বা পেঁয়াজ খায়, সে যেন আমাদের ও আমাদের মসজিদ থেকে দূরে থাকে এবং তার ঘরে অবস্থান করে। ফেরেশতারা অবশ্যই এমন কিছু দ্বারা আহত হয় যা মানুষকে আঘাত করে। (বুখারী ও মুসলিম)

পরিচ্ছন্ন ও বিশুদ্ধ প্রকৃতির এই সব মানুষের কোনো সন্দেহ নেই যে, ধূমপায়ীর মুখ থেকে যে গন্ধ বের হয়, তা রসুন বা পেঁয়াজ খাওয়া ব্যক্তির মুখের চেয়েও খারাপ ও দুর্গন্ধযুক্ত। অতএব, একজন ধূমপায়ীর কাছে দুটি বিকল্প রয়েছে, হয় তার দুর্গন্ধ দিয়ে নামাজের লোক এবং ফেরেশতাদের ক্ষতি করা, অথবা নামাজ থেকে বিরত থাকা।

ধূমপানও রোজা নষ্ট করে দেয়। ধূমপায়ীর জন্য রোজা রাখা খুব কঠিন হয়ে পড়ে। দিন শেষ হওয়ার সাথে সাথে, তিনি মিষ্টি খেজুর বা বিশুদ্ধ জলের পরিবর্তে অশুভ সিগারেটের উপর তার রোজা ভাঙতে তাড়াহুড়ো করেন। এমনকি যদি সে রমজান মাস জুড়ে রোজা রাখে তবে সে অন্যান্য দিনে রোজা রাখতে অনিচ্ছুক হবে। এভাবে সে আল্লাহর পথে একদিনও রোজাদারদের মহান সওয়াব হারাবে।

ধূমপান মানবদেহের যে ক্ষতি করে তা অনস্বীকার্য। এর জন্য চিকিৎসা প্রমাণ গুলি সুপ্রতিষ্ঠিত এবং অপ্রতিরোধ্য। এই কারণে, যুক্তরাজ্য এবং অন্যান্য অনেক দেশের আইনে প্যাকেটে এবং যে কোনও বিজ্ঞাপনে সরকারী স্বাস্থ্য সতর্কতা অন্তর্ভুক্ত করা আবশ্যক।

ধূমপানে নিকোটিন, টার, কার্বন মনোক্সাইড, আর্সেনিক, বেনজোপাইরিন প্রভৃতি বিষাক্ত উপাদান থাকে, যা ধূমপায়ী অল্প পরিমাণে শ্বাস নেয়। তাদের ক্ষতি সময়ের সাথে সাথে জমা হয়, যার ফলে মানুষের অঙ্গ এবং টিস্যুগুলির ধীরে ধীরে ক্ষতি হয়।

স্বাস্থ্যের জন্য ধূমপানের ঝুঁকিগুলি গণনা করা কঠিন। ক্যান্সার, যক্ষ্মা, হার্ট অ্যাটাক, হাঁপানি, কাশি, অকাল জন্ম, বন্ধ্যাত্ব, পাচনতন্ত্রের সংক্রমণ, উচ্চ রক্তচাপ, স্নায়বিকতা, মুখ এবং দাঁতের রোগ ইত্যাদি এর মধ্যে রয়েছে।

এই রোগগুলি একবারে উপস্থিত নাও হতে পারে, তবে একজন ধূমপায়ী তাদের মধ্যে কয়েকটিতে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি চালায় এবং বয়স বাড়ার সাথে সাথে তার কষ্ট বাড়তে থাকে। অধিকন্তু, পরিসংখ্যান প্রমাণ করেছে যে ধূমপায়ীরা গড়ে তাদের বয়স দশ বছর হ্রাস করে।

এটি নিজেই ধূমপান নিষিদ্ধ করার জন্য যথেষ্ট। ইসলাম এমন কোন কাজ নিষিদ্ধ করেছে যা নিজের বা অন্যের ক্ষতি করে। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ তোমরা নিজেদেরকে হত্যা করো না, নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের প্রতি দয়ালু। (আন-নিসা ৪:২৯)

'তোমরা নিজেদের হাত দিয়ে ধ্বংসের দিকে নিক্ষেপ করো না। (সূরা বাকারা২:১৯৫)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'নিজের বা অন্যের কোনো ক্ষতি করা যাবে না। (ইবনে আব্বাস ও উবাদাহ থেকে আহমাদ ও ইবনে মাজাহ)

কিয়ামতের দিন একজন মানুষের পা তার পালনকর্তার সামনে দাঁড়ানো থেকে সরে যাবে না, যতক্ষণ না তাকে পাঁচটি বিষয়ে প্রশ্ন করা হয়: তার জীবনকাল - কিভাবে সে তা অতিবাহিত করেছে, তার যৌবন - কিভাবে সে তা ব্যবহার করেছে, তার সম্পদ - কোথায় উপার্জন করেছে এবং কিভাবে ব্যয় করেছে এবং সে যা জানত তা কীভাবে অনুসরণ করেছে।(তিরমিথি ও ইবনে মাসউদ ও আবু বারজাহ থেকে বর্ণিত অন্যান্য)

"যে ব্যক্তি বিষ খায় এবং তা দিয়ে নিজেকে হত্যা করে, সে জাহান্নামের আগুনে তার বিষ গ্রহণ করবে এবং তাতে সে চিরকাল ও চিরকাল থাকবে। (বুখারী ও মুসলিম জাবির থেকে)

ধূমপান মানুষের মন এবং এর যুক্তি করার ক্ষমতার জন্যও ক্ষতিকারক। এর একটি সুস্পষ্ট প্রমাণ হ'ল যে ব্যক্তি এটিতে আসক্ত হয় সে তীব্র আকাঙ্ক্ষার সময়অতিক্রম করে, যতক্ষণ না সে ধূমপান করে ততক্ষণ তার পক্ষে চিন্তা করা, মনোনিবেশ করা, কোনও সমস্যার সমাধান করা বা কোনও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় করা কঠিন করে তোলে।

তার পাচনতন্ত্রও প্রভাবিত হয়, যার ফলে তিনি ঘন ঘন নার্ভাসনেস এবং হাত কাঁপতে থাকেন। তিনি উত্তেজনার সময়ের মধ্য দিয়ে যান এবং তিনি অনিদ্রায় পরিণত হন।

অতএব, একজন ধূমপায়ী আল্লাহর বান্দা হওয়ার পরিবর্তে তার সিগারেটের দাস হয়ে যায়। সুস্পষ্ট ও বাধাহীন যুক্তির অনুষদ মানুষের প্রতি আল্লাহর এক মহান অনুগ্রহ। আল্লাহ তা'আলা কুরআনের বিভিন্ন স্থানে এর প্রশংসা করেছেন। এবং তিনি মানুষকে সত্য দেখার জন্য এবং আরও ভালভাবে তাঁর আনুগত্য করার জন্য এটি ব্যবহার করার

আহ্বান জানিয়েছিলেন। আল্লাহ তা'আলা চান মুমিন যেন শক্তিশালী হয় এবং তার আকাঙ্ক্ষার রাজত্ব নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়। তিনি বলেছেন:

"আল্লাহ তোমাদেরকে তাঁর রহমতে প্রবেশ করাতে চান, অথচ যারা ইচ্ছার অনুসরণ করে তারা চায় তোমরা (সরল পথ থেকে) দূরে সরে যাও। (আন-নিসা ৪:২৭)

একজন ধূমপায়ী তার সঙ্গী, স্ত্রী, সন্তান এবং পরিবেশের মুখেও তার বিষ নির্গত করে। এটি একটি সুপ্রতিষ্ঠিত সত্য যে প্যাসিভ ধূমপান প্রায় প্রথম হাতের মতোই বিপজ্জনক। সুতরাং, তারা এটি পছন্দ করুক বা না করুক, ধূমপায়ীর সহযোগীরা ধোঁয়াটি শ্বাস নিতে বাধ্য হয় এবং এই বিষটিও প্রয়োগ করে।

ধোঁয়ায় সাধারণত বহন করা বিষ ছাড়াও, যদি কোনও ধূমপায়ীর যক্ষ্মা বা ইনফ্লুয়েঞ্জার মতো সংক্রামক রোগ থাকে তবে তার নিঃসৃত ধোঁয়া এবং কাশিও তার আশেপাশের লোকদের কাছে রোগটি বহন করবে।

উপরন্তু, একজন ধূমপায়ী নিয়মিত তার ধূমপানের দুর্গন্ধ এবং বিষাক্ত প্রকৃতি দ্বারা মানুষকে বিরক্ত করে। তারা হাঁপানি বা অ্যালার্জিতে আক্রান্ত হলে তার আশেপাশের এলাকা থেকে দূরে সরে যেতে বাধ্য হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান আনে, সে যেন তার প্রতিবেশীর ক্ষতি না করে। (বুখারী শরীফ)

সুতরাং, ধূমপান অন্যান্য মানুষের জন্য একটি নির্দিষ্ট ক্ষতি গঠন করে; এটি নিষিদ্ধ, যেমনটি পূর্বে উল্লিখিত হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে।

এছাড়াও, একজন ধূমপায়ী অবশ্যই বসার জন্য খারাপ সঙ্গী, যেমনটি নিম্নলিখিত হাদিসে দেখানো হয়েছে:

প্রকৃতপক্ষে, একজন ভাল সঙ্গী এবং একজন খারাপ সঙ্গীর উদাহরণ একজন পারফিউম ব্যবসায়ী এবং একজন কামারের মতো: পারফিউম ব্যবসায়ীর ক্ষেত্রে, তিনি হয় আপনাকে (কিছু পারফিউম) দেবেন, অথবা আপনি তার কাছ থেকে (কিছু পারফিউম) কিনবেন, অথবা (কমপক্ষে) আপনি তার কাছ থেকে একটি ভাল গন্ধ পাবেন। আর

ধোনবাজদের (লোহার) কথা বলতে গেলে, হয় তুমি তার কাছ থেকে দুর্গন্ধ পাবে, অথবা সে তোমাদের জামাকাপড় পুড়িয়ে ফেলবে। (বুখারী ও মুসলিম)

একজন ধূমপায়ী তার ধন-সম্পদ এমন কিছুতে অপচয় করে যা ক্ষতি করে এবং তার কোন উপকার হয় না; তাকে তার সম্পদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে এবং কিভাবে সে তা ব্যয় করেছে, যেমনটি পূর্বে হাদিসে উদ্ধৃত করা হয়েছে। তার ধন-সম্পদ আল্লাহর, অতএব কিভাবে সে তার অবাধ্যতায় তা অপচয় করার সাহস করবে, আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

"আর তোমরা অসভ্যদের উপর সেই সম্পদ অর্পণ করো না, যা আল্লাহ তোমাদের উপর ন্যস্ত করেছেন। (আন-নিসা ৪:৫)

"আর তোমরা অসভ্যদের উপর সেই সম্পদ অর্পণ করো না, যা আল্লাহ তোমাদের উপর ন্যস্ত করেছেন। (আন-নিসা ৪:৫)

'আর তোমরা (তোমাদের সম্পদ) অপচয় করো না। নিঃসন্দেহে অপচয়কারীরা শয়তানের ভাই।' (আল-ইসরা ১৭:২৬-২৭)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তোমাদের জন্য তিনটি জিনিস ঘৃণা করেন: গালিগালাজ করা, ভিক্ষা করা এবং অর্থ অপচয় করা। (বুখারী ও মুসলিম)

তদুপরি, কার্পেট, আসবাবপত্র এবং এমনকি সম্পূর্ণ বাড়ি ঘর এবং স্থাপনাগুলি এই বিপর্যয়কর বিপর্যয়ের কারণে পুড়ে যাওয়ার অসংখ্য ঘটনা রয়েছে।

ধূমপান নৈতিক অবক্ষয়ের একটি রূপ। এটি বেশিরভাগ নিম্নবিত্ত, অনৈতিক লোকদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। এটি কুফর এবং অ-ধার্মিক মুসলমানদের অন্ধ অনুকরণকে প্রতিফলিত করে। এটি বেশিরভাগ বার, ডিস্কো, ক্যাসিনো এবং পাপের অন্যান্য স্থানে খাওয়া হয়। সিগারেট কেনার মতো টাকা না থাকলে একজন ধূমপায়ী ভিক্ষা বা চুরি করতে পারে। তিনি তার বন্ধুবান্ধব এবং পরিবারের সাথে খারাপ আচরণ করেন,

বিশেষত যখন তিনি স্বাভাবিক সময়ে তার প্রয়োজনীয় "ডোজ" গ্রহণ করতে মিস করেন।

ধূমপানের সাথে একটি অশুভ পদার্থ সেবন জড়িত। এতে দুর্গন্ধ, দুর্গন্ধ এবং শরীরের জন্য ক্ষতিকর। এটি নিষিদ্ধ করার জন্য যথেষ্ট, কারণ আল্লাহ তা'আলা বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে সৎকাজের আদেশ দেবেন, অন্যায় কাজ করতে নিষেধ করবেন, তাদের জন্য জীবনের উত্তম কাজগুলো হালাল করবেন, মন্দ কাজগুলো তাদের জন্য হারাম করবেন এবং তাদের উপর আরোপিত বোঝা ও শৃঙ্খল গুলো তাদের কাছ থেকে তুলে নেবেন। (সূরা আল-আরাফ ৭:১৫৭)

একজন ধূমপায়ী এমন ধোঁয়া শ্বাস নেয় যা তাকে কোনও পুষ্টি দেয় না। এটি জাহান্নামের লোকদের কর্মের অনুরূপ যারা ক্ষতিকারক কাঁটাযুক্ত উদ্ভিদ খায়:

"তাদের জন্য বিষাক্ত কাঁটাগাছ ছাড়া আর কোন খাদ্য থাকবে না, যা তাদের কে পুষ্ট করবে না এবং তাদের ক্ষুধাও দূর করবে না। (আল-গাশিয়াহ ৮৮:৬-৭)

একজন ধূমপায়ী, সে পছন্দ করুক বা না করুক, তার সন্তানদের এবং অন্যদের অনুসরণ করার জন্য নিজের একটি উদাহরণ তৈরি করে। তিনি তাদেরকে এই মন্দ কাজ করতে পরিচালিত করেন। ক্রিয়াগুলি কখনও কখনও শব্দের চেয়ে শক্তিশালী প্রভাব ফেলে। সুতরাং, এমনকি যদি তিনি তাদের পরামর্শ দেন বা ধূমপান থেকে নিষেধ করেন, তবুও তার অংশগ্রহণ তাদের এটি করার জন্য একটি শক্তিশালী অজুহাত সরবরাহ করে।

সমস্যাটি আরও খারাপ হয় যখন ধূমপায়ী পরিচিত ধর্মভীরুতা বা জ্ঞানের হয়। এই ক্ষেত্রে, তার ক্ষতি আরও জোর দেওয়া হয়, কারণ আরও বেশি লোক তাকে পথপ্রদর্শক এবং উদাহরণ হিসাবে গ্রহণ করে এবং এভাবে তার দ্বারা বিপথগামী হয়। এটি তার পাপকে বহুগুণে বাড়িয়ে তোলে এবং তার বোঝা বাড়িয়ে তোলে।

বেশিরভাগ ভাল মানুষ ধূমপান এড়িয়ে চলেন এবং ধূমপায়ীদের থেকে দূরে থাকেন। অতএব, একজন ধূমপায়ী তাদের থেকে দূরে থাকতে বাধ্য হবে - কমপক্ষে যখন সে

ধূমপান করে। তিনি নিজেকে নির্বাচিত নির্বাসনে রাখেন, তার এবং ভাল লোকদের মধ্যে আধ্যাত্মিক দূরত্ব এবং শত্রুতা তৈরি করেন এবং মন্দ লোকদের সাথে ঘনিষ্ঠতা তৈরি করেন। সময়ের সাথে সাথে এর প্রভাবগুলি আরও স্পষ্ট এবং তীব্র হয়ে ওঠে। মনে রাখবেন যে এটি যে কোনও পাপের ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য যা কোনও ব্যক্তি বড় বা ছোট করে।

একজন ধূমপায়ী নিজেকে ঘৃণা করে, কারণ সে অনুভব করে যে একটি ছোট্ট সিগারেট তাকে নিয়ন্ত্রণ করছে। তার ইচ্ছার কারণে তার দুর্বলতা উপলব্ধি করে, এটি তার মধ্যে কষ্টের মুখে পরাজয়ের অনুভূতি তৈরি করে।

যেহেতু ধূমপান মুসলমানদের কাছে পরিচিত হয়ে ওঠে, তাই ইজতিহাদের (নতুন পরিস্থিতিতে রায় প্রাপ্তি) সামর্থ্য সম্পন্ন সমস্ত মহান আলেমরা এর নিষেধাজ্ঞার সাথে একমত হন। সুতরাং, স্বঘোষিত কম পণ্ডিতদের দ্বারা প্রদত্ত ভিত্তিহীন মতামতের কোনও মূল্য নেই, যা এর সাথে সাংঘর্ষিক।

ধূমপান নিষিদ্ধ করার বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করার সময়, কিছু গুরুত্বপূর্ণ সতর্কতা রয়েছে যা উল্লেখ করা দরকার:

১. পূর্বে উল্লিখিত হিসাবে, ধূমপান নিষিদ্ধকরণ সিগারেটের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, তবে সিগারেট, পাইপ, জল-পাইপ, তামাক চিবানো বা তামাক শুকানো ইত্যাদির মতো অনুরূপ প্রভাব রয়েছে এমন অন্যান্য বস্তুর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

২. ধূমপান নিষিদ্ধ করার জন্য উপরে উল্লিখিত কারণগুলি বিভিন্ন ধরণের মাদক, যেমন হাশিস মারিজুয়ানা এবং এক্সটেসির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। এই উপকরণগুলিতে অতিরিক্ত সমস্যা রয়েছে যেমন মদ্যপান, মৃত্যু, উন্মাদনা ইত্যাদি।

৩. ধূমপান নিষিদ্ধ করা শুধুমাত্র এটি সেবনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং এটি মানুষকে দেওয়া, যারা ধূমপান করছেন তাদের সাথে বসে থাকা বা এটি বিক্রি করার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। এই সমস্ত কিছুর মধ্যে রয়েছে মানুষকে পাপ করতে সাহায্য করা, যা হারাম, যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন (এর অর্থ কী): "তোমরা পরস্পরকে ধার্মিকতা ও

ধর্মভীরুতায় সাহায্য কর এবং পাপ ও সীমালংঘনে পরস্পরকে সাহায্য করো না। আর আল্লাহকে ভয় কর ও সম্মান কর। নিশ্চয় আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা। (আল-মাইদাহ ৫:২)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "নিশ্চয় আল্লাহ যখন কোন কিছু হারাম করেন, তখন তার মূল্য নির্ধারণ করেন। (আহমাদ ও আবু দাউদ: ইবনে আব্বাস; আলবানী কর্তৃক প্রমাণিত)

যারা ধূমপানে আসক্ত তাদের মধ্যে খুব কম লোকই এটি বন্ধ করতে সক্ষম। এর অনেকগুলি কারণ রয়েছে, যার মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি রয়েছে:

(ক) এতে থাকা বিষাক্ত পদার্থের আসক্তির প্রকৃতি।

(খ) ধূমপায়ীরা এর নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে পুরোপুরি নিশ্চিত নয়।

(গ) এ থেকে বিরত থাকার দৃঢ় সংকল্প তাদের নেই।

কোনও ব্যক্তিকে ধূমপান বন্ধ করতে সহায়তা করার জন্য নিম্নলিখিত কয়েকটি পরামর্শ রয়েছে:

১. আল্লাহর হুকুম মেনে ধূমপানে ফিরে না যাওয়ার পূর্ণ সংকল্প নিয়ে আন্তরিকভাবে আল্লাহর উপর নির্ভর করুন:

"যখন তোমরা কোন নির্দিষ্ট পথ ের সিদ্ধান্ত নিও, তখন আল্লাহর উপর ভরসা কর। (আল-আল-ইমরান ৩:১৫৯)

২. ধীরে ধীরে এটি করা ভাল বলে দাবি করার পরিবর্তে অবিলম্বে বন্ধ করুন। ক্রমান্বয়ে এগিয়ে যাওয়া হচ্ছে সেই ব্যক্তির পথ, যে তার সংকল্প এবং আল্লাহ তাকে যে ইচ্ছাশক্তি দিয়েছেন তার উপর আস্থা রাখে না। উদাহরণটি সাহাবাদের কাছ থেকে নেওয়া যাক, যারা মদ সম্পর্কে তাদের কাছে আল্লাহর আদেশ পৌঁছানোর সাথে সাথেই: 'তাহলে কি তোমরা বিরত থাকবে না? (আল-মায়িদাহ ৫:৯১) তারা তৎক্ষণাৎ তাদের কাছে থাকা সমস্ত মদ ঢেলে দিল এবং বলল, "আমরা আমাদের পালনকর্তাকে বিরত রাখি, আমরা

বিরত থাকি। যারা অ্যালকোহল পান করে তাদের তুলনায় অ্যালকোহলের আরও বেশি আসক্তির ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তারা এটি করেছিলেন।

৩. ধূমপায়ীদের খারাপ সঙ্গ এবং ধূমপানের গন্ধে ভরা ধূমপানের পরিবেশ এড়িয়ে চলুন।

৪. মশলা, মাংস, চা এবং কফির মতো ধূমপানের আকাঙ্ক্ষাকে প্রলুব্ধ করে এমন খাবার এবং পানীয় থেকে বিরত থেকে খাদ্য ডায়েট পরিবর্তন করুন; এবং প্রচুর শাকসবজি এবং ফল খান।

৫. চিকিৎসকদের নির্দেশ অনুসারে ধূমপান বন্ধ করতে সহায়তা করার জন্য চিকিৎসাগতভাবে পরীক্ষিত এবং প্রতিষ্ঠিত পদ্ধতিগুলি ব্যবহার করুন, যেমন নিকোটিন প্যাচ, নিকোটিন গাম ইত্যাদি।

৬. শয়তানের গোপন ফিসফিস দূর করে দাও, যে ক্রমাগত মানুষকে নির্দেশ দেয় যে সে দুর্বল এবং পাপ থেকে বিরত থাকতে অক্ষম, যেমনটি আল্লাহ তায়ালা বলেছেন (এর অর্থ কি): "কেবল শয়তানই তোমাদের মধ্যে তার মিত্রদের ভয় জাগিয়ে তোলে; অতএব, তোমরা তাদেরকে ভয় করো না, বরং আমাকে ভয় কর যদি তোমরা ঈমানদার হও। অতএব শয়তানের মিত্রদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর। নিঃসন্দেহে শয়তানের চক্রান্ত দুর্বল।'

তথ্যসূত্রঃ

1. THE EVILS OF SMOKING (inter-islam.org)
2. Health Effects of Cigarette Smoking | CDC
3. 10 Health Effects Caused by Smoking You Didn't Know About | State of Tobacco Control | American Lung Association

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে মাদক, পরিসংখ্যান ও তথ্য

ড্রাগ ব্যবহার এবং অপব্যবহার বিশ্বের অনেক অংশে একটি খুব বাস্তব সমস্যা হিসাবে রয়ে গেছে, যদিও সংস্কৃতি, ব্যাবহার এবং আইনের উপর নির্ভর করে সমস্যার পরিমাণ ব্যাপকভাবে পরিবর্তিত হয়। ২০২১ সালে বিশ্বব্যাপী অবৈধ মাদক ব্যবহারকারীর আনুমানিক সংখ্যা ছিল প্রায় ২৯৬ মিলিয়ন। তদুপরি, এই ব্যবহারকারীদের মধ্যে, ৩৯.৫ মিলিয়নকে "সমস্যা ড্রাগ ব্যবহারকারী" হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে বা ড্রাগ ব্যবহারের ব্যাধি হিসাবে শ্রেণিবদ্ধ করা যেতে পারে।

গাঁজা বিশ্বব্যাপী সর্বাধিক ব্যবহৃত অবৈধ ড্রাগ, তারপরে ওপিওয়েড এবং আফিম। ২০২১ সালের হিসাবে, গত বছর বিশ্বজনসংখ্যার মাত্র পাঁচ শতাংশ গাঁজা সেবন করেছে। বিশ্বব্যাপী ওপিওয়েড ব্যবহারকারীর সংখ্যা গত কয়েক বছরে অন্য যে কোনও ড্রাগ বিভাগের চেয়ে বেশি বেড়েছে। নিম্নে মাদকের সাথে জড়িত কয়েকটি দেশের বিবরণ দেওয়া হল্।

আমেরিকা/ইউএসএ

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মাদকের অবৈধ পদার্থের বিশ্বের শীর্ষ ব্যবহারকারীদের মধ্যে একটি। আমেরিকানরা ড্রাগ-সম্পর্কিত মৃত্যুর সর্বাধিক ঝুঁকিতে রয়েছে এবং বর্তমানে বিশ্বে প্রেসক্রিপশন ব্যথানাশক আসক্তিযুক্ত সর্বাধিক লোক রয়েছে। মারিজুয়ানা আমেরিকায় সর্বাধিক ব্যবহৃত অবৈধ ড্রাগ, ২২.২ মিলিয়ন বর্তমান ব্যবহারকারী, যখন তিন মিলিয়নেরও বেশি লোক প্রেসক্রিপশন ব্যথানাশকের অপব্যবহার করে। উপরন্তু, আমেরিকানরা এখন অতীতের তুলনায় আরো বেশি হেরোইন ব্যবহারের করে, যখন কোকেনের ব্যবহার স্থিতিশীল রয়েছে।

গ্রেট ব্রিটেন

গ্রেট ব্রিটেনে ১৫ মিলিয়নেরও বেশি লোক ড্রাগ গ্রহণ করার কথা জানায় এবং প্রায় ৩ মিলিয়ন মানুষ নিয়মিত সেগুলি গ্রহণ করে। ২০১৪ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ২০০৮ সালের তুলনায় মাদক সেবনকারী মানুষের সংখ্যা বেশি। গ্রেট ব্রিটেনের বেশিরভাগ

লোক ড্রাগ ব্যবহারের সাথে কোনও সমস্যার কথা জানায় না, তবে এক মিলিয়ন বর্তমান সমস্যাগুলি রিপোর্ট করে। মারিজুয়ানা হ'ল সর্বাধিক ব্যবহৃত ড্রাগ, তারপরে অ্যাম্ফিটামিন এবং কোকেন।

ইংল্যান্ড ইউরোপে কোকেন এবং হেরোইনের মতো অবৈধ ড্রাগের এক নম্বর ব্যবহারকারী। যুক্তরাজ্যের সামাজিক বিদ্বেষগুলি অল্প বয়সে ড্রাগগুলির সাথে পরীক্ষা-নিরীক্ষাকে আরও গ্রহণযোগ্য করে তোলে। কিশোর-কিশোরী এবং এমনকি প্রাক-কিশোররা অল্প বয়সে অত্যন্ত বিপজ্জনক ড্রাগ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে থাকে বলে যানা যায়।

ইরানঃ

অন্যান্য দেশের তুলনায় ইরানে মাদকাসক্তির হার বেশি, দেশের জনসংখ্যার আরও উল্লেখযোগ্য শতাংশ হেরোইন এবং ক্রিস্টাল মেথ সহ আফিমের মতো ড্রাগ ব্যবহার করে। দেশটি সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য পদ্ধতি সরবরাহ করে, যেমন মেথডোন ক্লিনিক, সুই-এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রাম এবং আসক্তির বিরুদ্ধে লড়াই কারী দাতব্য সংস্থাগুলি।

কিন্তু তরুণদের উচ্চ বেকারত্ব, মুদ্রাস্ফীতি এবং আফগানিস্তান থেকে সস্তা হেরোইনের সংমিশ্রণ সেখানে আসক্তির বিরুদ্ধে লড়াই কে বিশেষভাবে চ্যালেঞ্জিং করে তুলেছে। দেশটির মৌলিক ইসলামী উপস্থিতি মাদকের অপরাধে জড়িত কিছু লোককে মৃত্যুদণ্ড সহ কঠোর শাস্তির সাথে আসক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করে চলেছে।

ভারতঃ

লক্ষ লক্ষ ভারতীয় অ্যালকোহল, গাঁজা এবং আফিমের উপর নির্ভরশীল এবং মাদকের অপব্যবহার ভারতীয় সমাজে একটি বিস্তৃত ঘটনা। অ্যালকোহল, গাঁজা, আফিম এবং হেরোইন ভারতে অপব্যবহারকরা প্রধান মাদক। বুপ্রেনরফিন, প্রোপোক্সিফিন এবং হেরোইন হ'ল সর্বাধিক ইনজেকশনযুক্ত ড্রাগ। ভারতে ৬২.৫ মিলিয়ন লোক অ্যালকোহল ব্যবহার করে, ৮.৭৫ মিলিয়ন গাঁজা ব্যবহার করে, ২ মিলিয়ন আফিম ব্যবহার করে এবং ০.৬ মিলিয়ন সেডেটিভ বা সম্মোহন ব্যবহার করে। এই ব্যক্তিদের

মধ্যে ১৭ শতাংশ থেকে ২৬ শতাংশকে নির্ভরশীল ব্যবহারকারী হিসাবে শ্রেণিবদ্ধ করা যেতে পারে, যাদের জরুরি চিকিৎসা প্রয়োজন।

আফগানিস্তানঃ

বিশ্বের এক নম্বর আফিম উৎপাদক আফগানিস্তান আফিম বাণিজ্যের কেন্দ্রবিন্দু। একটি সংবাদ প্রতিবেদনে অনুমান করা হয়েছে যে দেশের সাড়ে তিন কোটি জনসংখ্যার মধ্যে ১০ লাখ মানুষ মাদকাসক্ত। কয়েক দশকের সহিংসতা এবং যুদ্ধ কিছু লোককে মাদক সেবনের দিকে ঠেলে দেয়।

বিশ্ব জরিপে দেখা গেছে, ইউরোপে ব্যবহৃত হেরোইনের ৯০ শতাংশই এই ছোট্ট পার্বত্য দেশ থেকে আসে। পাচারের পাশাপাশি দেশটি পর্যাপ্ত চিকিৎসা দিতে পারছে না। ছোট শিশুসহ সব বয়সের মানুষ হেরোইনের নেশায় আসক্ত হলেও দেশটিতে সীমিত সংখ্যক চিকিৎসা কেন্দ্র রয়েছে, প্রায় ২ হাজার ৩০০ মানুষের জন্য প্রায় ৯৫টি শয্যা রয়েছে।

রাশিয়াঃ

ইনট্রাভেনাস ড্রাগ ব্যবহার রাশিয়ায় একটি উল্লেখযোগ্য সমস্যা হয়ে উঠেছে, বিশেষত কিশোর এবং তরুণ প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে। রুশ কর্মকর্তারা বলছেন, ১০ লাখ হেরোইন ব্যবহারকারী রয়েছে, যদিও অন্যান্য বিশেষজ্ঞরা মনে করেন এই সংখ্যা ২০ লাখের কাছাকাছি। ১৯৯০-এর দশকে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পরে দেশে মাদকের ব্যবহার নাটকীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল।

তথ্যসূত্রঃ

1. India has widespread drug problem, report says - PMC (nih.gov)
2. 5 Countries with the Worst Drug Problems | International Drug Use (michaelshouse.com)
3. Global drug use - Statistics & Facts | Statista

গালফ কান্ট্রিগুলোতে ব্যবহার করা মাদক

ক্যাপ্টাগন একটি শক্তিশালী সিন্থেটিক ড্রাগ (ল্যাবরেটরিতে তৈরি করা ড্রাগ) যা গালফ কান্ট্রিগুলোতে ব্যবহার করা হয়। সৌদি আরব, লেবানন, সিরিয়া এবং এই অঞ্চলের অন্যান্য দেশে এই ড্রাগটি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাচ্ছে। আর এই ড্রাগ উৎপাদনের প্রধান ফ্যাক্টরিটি যেই অঞ্চলে পাওয়া গেছে সেটা আজ ISIL এর দখলে। ২০১৫ সালের জুনে সাইফেদ্দিন রেজগুই নামে একজন টেরোরিস্ট তিউনিশিয়ার সুস বিচে ৩৯ জনকে হত্যা করে। এরপর পুলিশের গুলিতে সে নিহত হয়। ময়নাতদন্ত বা অটোপসির মাধ্যমে তার শরীরে ক্যাপ্টাগন ড্রাগের উপস্থিতি ধরা পরে।

ক্যাপ্টাগন জেহাদিদের পারফরমেন্স এর উন্নতি ঘটায়, তাদেরকে কোন রকম অবসাদ ও ভয় থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। আর কোন রকম এমপ্যাথি বা আবেগকেও এটা সম্পূর্ণ নির্মূল করে দেয়। (এমপ্যাথি না থাকলে যে কেউ ঠাণ্ডা মাথায় খুন করতে পারে। সাইকোপ্যাথদের এমপ্যাথি একেবারেই থাকে না বা অনেক কম থাকে)। অন্যভাবে বললে, মানুষকে দিয়ে অমানুষিক কাজ করানোর জন্য এই ড্রাগ হল একটি "আদর্শ" দাওয়াই।

২০১৪ সালে, আই এস গ্রুপ আলেপ্পোর ক্যাপ্টাগন প্রস্তুতকারক ফারমাসিউটিকল প্লান্ট দখল করে নেয় যার ফলে এখন তারা সমস্ত মিডল ইস্টেই এই ড্রাগ বিক্রি করছে। এরফলে তারা অনেক অর্থ তো পাচ্ছেই সেই সাথে অনেক আই এস জঙ্গি এবং সিরিয়ান সিভিল ওয়ারের ফাইটাররা এই ড্রাগ ব্যবহার করার সুযোগ পেয়েছে। বিভিন্ন রিপোর্টে উঠে এসেছে যে তারা ক্যাপ্টাগন ব্যবহার করছে। গত নভেম্বর মাসে ১৯ বছর বয়সী একজন আই এস মিলিট্যান্ট ফাইটার সিএনএনকে জানায়- "তারা আমাদেরকে ড্রাগ ও হেলুসিনেটিং পিল দিয়েছিল। এগুলো যদি আপনি খান তাহলে জীবন মরণের কথা না ভেবেই আপনি যুদ্ধে চলে যাবেন"।

কিভাবে ক্যাপটাগন ISIL এর সাথে সম্পর্কিত?

ক্যাপ্টাগন আসলে একটি মেডিসিন যার একটি অংশ হল এমফেটামিন আর একটি অংশ হল থিওফিলিন। বিংশ শতকের শুরু থেকেই এমফেটামিনকে ল্যাবে তৈরি করা হচ্ছে। এমফেটামিন অবসাদের বিরুদ্ধে কাজ করে এবং একই সাথে এটা একটি এনারকোটিক, এন্টিডিপ্রেসর এবং এন্টি নারকোলেপ্টিক।

ক্যাপটাগনকে প্রথম তৈরি করা হয় ১৯৬১ সালে এই ভেবে যে এখানে একই সাথে এমফেটামিন ও থিওফিলিন এর বৈশিষ্ট্য মিলে রোগীর মাঝে একটি ব্রংকোডিলেটর এফেক্ট তৈরি করবে (ব্রংকোডিলেটর একধরণের ড্রাগ যা ব্রংকাইকে প্রশস্ত করে। এই ড্রাগগুলো তাই এজমা দূরীকরণে কাজ করে)। এটা তৈরি করার পর দেখা যায় ক্যাপ্টাগন স্টিমুল্যান্ট হিসেবেও একটি মজাদার বৈশিষ্ট্য দেখাচ্ছে। এটা একটি ইনটেলেকচুয়াল স্টিমুলেন্ট হিসেবে কাজ করছে যা ছাত্রছাত্রীরা পরীক্ষার আগে ব্যবহার করলে ভাল ফল পেতে পারে, আবার ফিজিকাল স্টিমুলেন্ট হিসেবেও কাজ করছে যা খেলাধুলায় অংশগ্রহণকারীরা ব্যবহার করলে ভাল সাফল্য পেতে পারে।

এটা ফ্রান্সে ৭০ এর দশকে এবং ইংল্যান্ডে ৮০ এর দশকে নিষিদ্ধ হয়ে যায়। আর এই নিষিদ্ধ হবার কারণ ছিল এর অনেকগুলো সেকেন্ডারি এফেক্ট যেমন হার্ট এটাকের

সম্ভাবনা, ডিপ্রেশন এবং ড্রাগ এডিকশন। কিন্তু এখনও এটা ইউরোপ এবং মিডল ইস্টের অনেক অবৈধ ল্যাবরেটরিতে তৈরি করা হয়।

যেহেতু অবৈধ প্রোডাক্ট এর সারভেইল্যান্স ইউরোপের থেকে মিডল ইস্টে অনেক কম তাই মিডল ইস্টে সহজেই ক্যাপ্টাগন ছড়িয়ে পড়ে। ভুলে যাবেন না যে গবেষণায় পাওয়া ক্যাপ্টাগনের বেশ কিছু এফেক্টের মধ্যে কয়েকটি হল সেনসেশন অব প্লেজার বা আনন্দের অনুভূতি, ইউফোরিয়া বা চঞ্চল অবস্থা অন্যতম। ধীরে ধীরে ডোজ বাড়ানোর সাথে ব্যবহারকারী এর সাইকোলজিকাল এবং ফিজিকাল এফেক্ট বুঝতে থাকে।

এই ড্রাগটি ব্যবহারকারীর কাছ থেকে তাদের ভিক্টিমদের প্রতি সবধরণের এমপ্যাথি বা সহানুভূতি কেড়ে নেয়। এটা অনেকগুলো এফেক্টের মধ্যে একটি তবে এটা এর বেসিক মেকানিজম এর একটি ফলাফল মাত্র। এর বেসিক মেকানিজমটি হল সব ধরণের হোমিওস্ট্যাসিসকে হারিয়ে ফেলা। এটার অর্থ হচ্ছে, মস্তিষ্কের রিওয়ার্ড সিস্টেম যা আমাদেরকে সবরকমের শারীরিক ও মানসিক অবস্থা সম্পর্কে সচেতন করে রাখে তা পূর্ণ হয়ে যাওয়া। এই সারকিটটা (রিওয়ার্ড সিস্টেম) আমাদের ব্রেইনকে বলে যে সবকিছু ঠিক আছে, কোন রিস্ক বা ঝুঁকি নেই, আমরা তৃষ্ণার্ত নই, আমরা ক্লান্ত নই। যদি চারপাশের সব অবস্থাই খুব খারাপ থাকে তারপরও ক্যাপ্টাগন গ্রহণকারীর এরকমটাই মনে হবে।

আর এর ফলে যখন এই ড্রাগটি কাজ করে, এর সাইকোলজিকাল কনসিকুয়েন্সের ফলে কারও মৃত্যুই (তা নিজের হোক আর অন্যের) ব্যবহারকারীর কাছে বিপজ্জনক বা বাঁধা বলে মনে হয় না। মানুষের মাঝে যে মৌলিক নিষেধাজ্ঞাগুলো সবসময় কাজ করে, এই ড্রাগের ব্যবহারের ফলে সেটা সম্পুর্ণ উধাও হয়ে যায়। এটা একই সাথে তাদেরকে প্রচুর সাহস দেয় যে কারনে তারা যেকোন কাজই করে ফেলতে পারে।

যেহেতু মৃত্যুর কোন ভয় থাকে না, তাই তারা নিজেদেরকে অপরাজেও বলে মনে করে। আর তারা এমনভাবে কাজটা করতে পারে যেন তারা এরজন্য আগে থেকেই

প্রস্তুতি নিয়েছে। যাই হোক, সব ক্যাপ্টাগন গ্রহণকারীই যে খুনি হয়ে যা এমনটা নয়। অনেকে কেবল পরীক্ষায় ভাল করার জন্যেও এই ড্রাগ নিয়ে থাকে।

এটা ব্যাথা নাশক হিসেবেও কাজ করে। এর দ্বারা কি কোন নন-ফাটাল এরিয়ায় গুলিবিদ্ধ হয়েছে এমন জঙ্গি সমস্যামুক্ত হতে পারে?

অবশ্যই। আর যদি বুলেট কোন ফাটাল এরিয়াতেও প্রবেশ করে তাহলে জঙ্গি মারা গেলেও তেমন বেদনা অনুভব করবে না। **এই ড্রাগ নিলে কি ব্যবহারকারী তার কৃতকার্যের ফলাফল এবং কাজ কতটা খারাপ এই বিষয়ে সচেতনতাও হারিয়ে ফেলে?**

হ্যাঁ। তবে এটা কোন এক্সকিউজ বা অজুহাত হতে পারে না। এই পর্যন্ত এরকম অনেক ঘটনাই দেখা গেছে যেখানে ড্রাগ নেয়া হয় নি কিন্তু এটাক এর পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

যেই সময়ে তারা ক্যাপটাগন গ্রহণ করে তখন তারা তাদের ফ্রি উইল বা স্বাধীন ইচ্ছা ড্রাগের এফেক্ট এর কারণে হারিয়ে ফেলবে। কিন্তু এর ফলে তার অনুভূতি পালটে যাবে না, পালটে যাবে কেবল তাদের জাজমেন্ট বা বিচারবুদ্ধি।

তথ্যসূত্র:

1. http://www.konbini.com/en/lifestyle/effects-of-captagon-terrorists-drug/
2. http://www.vox.com/world/2015/11/20/9769264/captagon-isis-drug
3. http://www.forbes.com/sites/carmendrahl/2015/11/21/what-you-need-to-know-about-captagon-the-drug-of-choice-in-war-torn-syria/#44fd36511697
4. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15978343
5. http://www.abc.net.au/news/2015-11-24/captagon-the-drug-that-kept-the-paris-attackers-calm/6970464
6. http://www.france24.com/en/20160105-paris-attackers-not-drugs-toxicology-report-finds-captagon-terrorism-france

আফগানিস্তানে আফিম উৎপাদন ও তালেবান সরকার

১৯৫০ সালের পর থেকে, যুগ-যুগ ধরে, বিশ্বের সিংহ ভাগ আফিম (প্রায় ৯০%) আফগানিস্তান থেকে উৎপাদিত হয়ে এসেছে। কিন্তু তালেবান কর্তৃপক্ষ আফিম ফসল নিষিদ্ধ করার পর থেকে আফগানিস্তানে আফিম চাষ ও আফিম উৎপাদন ৯০ শতাংশেরও বেশি হ্রাস পেয়েছে।

জাতিসংঘের মাদক ও অপরাধ বিষয়ক দপ্তরের (ইউএনওডিসি) প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০২২ সালের এপ্রিলে তালেবানরা আনুষ্ঠানিকভাবে পপি চাষ নিষিদ্ধ করার পর থেকে পপি চাষ প্রায় ৯৫ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে - ২০২২ সালের শেষে ২৩৩,০ হেক্টর থেকে ২০২৩ সালে ১০,৮০০ হেক্টরে।

একই সময়ে আফিমের উৎপাদন ৬,২০০ টন থেকে কমে ৩৩৩ টনে নেমে এসেছে, যা আফগান কৃষকদের জন্য একটি বড় ধাক্কা, যারা তাদের রাজস্বে ১ বিলিয়ন ডলারের বিস্ময়কর হ্রাস পেয়েছে।

জাতিসংঘের কর্মকর্তারা বলেছেন যে এই প্রবণতা অবৈধ আফিম বাণিজ্যের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সহায়তা করতে পারে, তবে এটি একটি ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর জন্য ঝুঁকিও তৈরি করেছে যারা দীর্ঘদিন ধরে তাদের জীবিকা নির্বাহের জন্য পোস্ত ব্যবসার উপর নির্ভরশীল।

ইউএনওডিসির নির্বাহী পরিচালক গাদা ওয়ালি বলেন, "এটি অবৈধ আফিমের বাজার এবং স্থানীয় ও বিশ্বব্যাপী ক্ষতির বিরুদ্ধে দীর্ঘমেয়াদী ফলাফল তৈরির একটি বাস্তব সুযোগ উপস্থাপন করে।একই সময়ে, গুরুত্বপূর্ণ পরিণতি এবং ঝুঁকি রয়েছে যা চূড়ান্তভাবে ইতিবাচক এবং টেকসই ফলাফলের জন্য মোকাবেলা করা দরকার, বিশেষত আফগানিস্তানের জনগণের জন্য।"

তথ্যসূত্রঃ

Afghan opium poppy cultivation plunges by 95 percent under Taliban: UN | Taliban News | Al Jazeera

বাংলাদেশে মাদকের আগ্রাসন

আমাদের দেশে মাদকের ব্যবহার আশঙ্কাজনকহারে বৃদ্ধি পেয়েছে। অবৈধভাবে দেশে প্রবেশ করা এই মাদক আমাদের যুবসমাজকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাচ্ছে। মায়ানমার থেকে অবাধে এ দেশে প্রবেশ করছে ইয়াবা, যাতে আক্রান্ত হয়েছে বহু তরুণ-তরুণী ও যুবক-যুবতী। দর্শনার 'কেরু এন্ড কোম্পানি এদেশের একমাত্র লাইসেন্সধারী মন উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান কিন্তু তার বাইরে বহু বিদেশি কোম্পানির মদ অবৈধভাবে অবাধে বিক্রি হচ্ছে। এছাড়া গাঁজা ও আফিমের মত মাদকদ্রব্য প্রায় উন্মুক্তভাবে দেশের সর্বত্রই বিক্রি হচ্ছে এবং মাদকসেবীরা তা অবাধে ক্রয়ও করছে।

মাদক চোরাচালান

দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নানাভাবে মাদক চোরাচালান হয়। সীমান্তে স্থল বা জলপথে এবং আকাশ পথে বিশ্বব্যাপী এক বৃহৎ চোরাচালান নেটওয়ার্ক গড়ে উঠেছে যার পেছনে রয়েছে বিরাট এক সিন্ডিকেট। কিছুকাল আগেও মায়ানমার, থাইল্যান্ড ও দক্ষিণ ভিয়েতনাম নিয়ে গড়ে উঠেছিল আন্তর্জাতিক মাদক চোরাচালানের স্বর্ণভূমি' বা 'গোল্ডেন ট্রায়াঙ্গাল' । তবে ভিয়েতনামে সমাজতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হলে এই নেটওয়ার্ক ভেঙে যায়। এর কিছুদিন পরেই চোরাচালানকারীরা ইরান, পাকিস্তান ও আফগানিস্তান নিয়ে গড়ে তোলে ড্রাগ পাচারের নতুন ভিত্তিভূমি 'গোল্ডেন ক্রিসেন্ট'।

শিক্ষালয়ে মাদকাসক্তি, কারন ও কৌশল

গবেষনা লব্ধ অভিজ্ঞতায় দেখাগেছে, যে বহুবিধ কারনে শিক্ষালয়ে ছড়িয়ে পড়ছে। যেমনঃ সহজ আনন্দ লাভের বাসনায়, নতুত অভিজ্ঞতা লাভের প্রয়াস, পারিবারিক পরিমন্ডলের মাদকের প্রভাব, কৈশোর ও যৌবনের বেপরোয়া মনভাব, মনস্তাত্ত্বিক বিশৃঙ্খলা ইত্যাদি কারনে শিক্ষালয়ে মাদকাসক্তি দিন দিন ছড়িয়ে পড়েছে। তাছাড়া কৌতুহল মেটাতে ও কুসংসর্গে পড়ে যারা একবার বা দু'বার মাদক সেবন করেছে

তারা আর মাদকদ্রব্যেয় যাদুস্পর্শ থেকে বেরিয়ে আসতে পারেনা। নতুনত্বের প্রতি মানুষের চিরন্তন নেশা, নতুন অভিজ্ঞতার দুর্নিবার আর্কষণ ও আপত ভাললাগার প্রেরণার বশবর্তী হয়ে মাদকদ্রব্য ব্যবসায়ীদের পেতে রাখা ফাঁদে নিরুপায় কিট-পতঙ্গের মত ধরা দেয়। আবার প্রশ্ন উঠে জানা সত্যেও এদেরকে বাঁধা দেওয়া হয়না কেন? কথায় আছে টাকার সামনে কাঠের পুতুলও হাঁ করে। মাদকদ্রব্য ব্যাবসায়িরা আইন ও আইনরা বাহিনীদের এবং যাদের কিছু বলার বা বাঁধা দেয়ার মতা রাখে তাদের কে নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে নিয়েছে।

সরকারের মাদকবিরোধী অভিযান

বাংলাদেশে বিভিন্ন ধরনের ওষুধ পাওয়া যায়। একটি সূত্র জানায়, বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত ওষুধ হচ্ছে অ্যাম্ফিটামিন ও মেথামফেটামিনসহ উদ্দীপক। বাংলাদেশে ব্যবহৃত অন্যান্য মাদকের মধ্যে রয়েছে আফিম (যেমন হেরোইন), গাঁজা (গাঁজা) এবং ঘুমের বড়ি (সেডোক্সেন)।

বাংলাদেশ সরকার ইয়াবা নামে পরিচিত একটি সস্তা মেথামফেটামিন ট্যাবলেট নির্মূল করার জন্য চাপ দিচ্ছে এবং পুলিশ সেই সময়ে উল্লেখযোগ্য বড়ি জব্দ করেছে।

অন্য একটি সূত্র জানায়, ইয়াবা, হেরোইন ও ব্রাউন সুগার মিয়ানমারে তৈরি করে বাংলাদেশে পাচার করা হয়। সীমান্তে বেশ কয়েকটি প্রস্থান পয়েন্ট। হেরোইন পরিবহনের জন্য ড্রাগ কার্টেলগুলি একই রুট ব্যবহার করে এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ বাংলাদেশে উপলব্ধ প্রয়োজনীয় ওষুধের একটি তালিকা প্রকাশ করেছে।

এটি মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে মাদকাসক্তি একটি গুরুতর সমস্যা এবং এর গুরুতর পরিণতি হতে পারে। আপনি বা আপনার পরিচিত কেউ যদি আসক্তির সাথে লড়াই করে থাকেন তবে পেশাদার সহায়তা নেওয়া গুরুত্বপূর্ণ।

তথ্যসূত্রঃ

1. https://m.somewhereinblog.net/mobile/blog/ochinhappy/28969751
2. Bangladesh drug war - Wikipedia
3. Drug abuse alarmingly rising in Bangladesh | The Daily Star

মাদকাসক্তি: যেভাবে হতাশ, বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে একজন মাদকাসক্তের পরিবার

মাদকাসক্তি একটি পরিবারকে ধ্বংস করে দিতে পারে। মাদকাসক্তি নিরাময়ে কোন জাদুর বটিকা নেই। মাদকাসক্ত ব্যক্তিকে কয়েকটা দিন পুনর্বাসন কেন্দ্রে রেখে দিলে অথবা নামকরা কোন মনোরোগ বিশেষজ্ঞের কাছে নিয়ে গেলেই রাতারাতি সে নিরাময় হয়ে যায় না। অসীম ধৈর্য নিয়ে দিনের পর দিন প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হয়।

একজন বাবা, একজন মা এবং তার পরিবারের সদস্যরা, তাদের পরিবার নিয়ে স্বপ্ন থাকে। স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য চেষ্টা থাকে। সেখানে যদি দেখা যায় যে এরকম পরিস্থিতি, তখন স্বাভাবিকভাবেই তখন স্বপ্নভঙ্গের সম্ভাবনা থাকে। স্বপ্নভঙ্গ কথাটার মধ্যে অনেক মিনিং এসে যায় যে আমার সন্তানকে আমরা কিভাবে কল্পনা করি, কিভাবে দেখতে চাই, আমাদের উত্তরাধিকার, আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম কেমন থাকবে না থাকবে সেখানে স্বপ্নভঙ্গের পরিস্থিতি দেখা যায় তখন স্বাভাবিকভাবেই সকল বাবা মা একটা দুর্যোগের সম্মুখীন হয়ে যায়। "

আচরণে কিছু পরিবর্তনঃ

মাদকাসক্ত ব্যাক্তির আচরনে যেসব পরিবর্তন দেখা যায়-

- হঠাৎ পুরনো বন্ধু বাদ নিয়ে নতুন বন্ধুদের সাথে মেলামেশা বেড়ে যাওয়া।
- খাওয়া দাওয়ায় পরিবর্তন ও চেহারায় ছাপ।
- অসংলগ্ন আচরণ কথাবার্তা বলা। মেজাজ খারাপ থাকা।
- ঘুম থেকে উঠে মেজাজ খারাপ করা।
- যদি দিনে ঘুমায় রাতে জেগে থাকে। অথবা বেশি ঘুমাতে থাকে।
- বেশি সময় বাথরুমে থাকা বা ঘরের দরজা অনেকক্ষণ বন্ধ করে রাখা।
- মাদকাসক্ত ব্যক্তিদের মিথ্যা বলা বেড়ে যায়। অনেক সময় তাদের চুরির অভ্যাস তৈরি হওয়ার প্রবণতাও দেখা যায়।
- বিভিন্ন অজুহাতে ঘনঘন টাকা চাওয়া।

সন্তানের মাদকাসক্তি ঠেকাতে বাবা-মায়ের করণীয় কী?

এই মুহূর্তে বাংলাদেশের অন্যতম বড় সমস্যার নাম মাদকাসক্তি। সিগারেট, বিড়ি, তামাক, চুরুট, মদ, তাড়ি, গাঁজা, চরস, ভাং, মারিজুয়ানা, হেরোইন, ফেনসিডিল, মরফিন, ইয়াবা ইত্যাদি হলো মাদকদ্রব্য।

বাংলাদেশে সরকারিভাবে মাদকাসক্তদের নির্দিষ্ট কোনো পরিসংখ্যান না থাকলেও, ২০১৯ সালের এক বেসরকারি হিসেব অনুযায়ী দেশে মাদকাসক্তের সংখ্যা ৭৫ লাখের উপর। মাদকদ্রব্য ও নেশা নিরোধ সংস্থা (মানস) এর তরফে এমন তথ্য জানিয়ে বলা হয়েছে, এ সকল মাদকসেবীদের মধ্যে ৮০ শতাংশই কিশোর ও তরুণ। ২০২১ সালে এসেও কিশোর ও তরুণ মাদকসেবীদের এই পরিসংখ্যান অপরিবর্তিত রয়েছে।

ঐ একই বেসরকারি সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ও জাতীয় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ উপদেষ্টা কমিটির সদস্য এর মতে ২০১৮ সালে বাংলাদেশে ২৫ লাখ শিশু-কিশোর তথা অনূর্ধ্ব ১৮ বছর বয়সী মাদকসেবী রয়েছে।

সুতরাং এ কথা বলাই বাহুল্য যে, মাদকাসক্তি বিষয়ক যেকোনো আলোচনায় দেশের শিশু-কিশোরদের কীভাবে মাদকের ভয়াল থাবা থেকে নিরাপদ রাখা যায়, তা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। এবং অবশ্যই, শিশু-কিশোরদের মাদকসেবন থেকে বিরত রাখতে সবচেয়ে বড় ভূমিকা পালন করতে পারে বাবা-মা। পারিবারিক বুনিয়াদ যদি কোরআন ও সুন্নাহ দ্বারা পরিচালিত হয় ও বাবা-মা যদি ইসলাম এর হুকুম-আহকাম সঠিকভাবে তাদের সামনে তুলে ধরেন, তবে তারা বিপথে যেতে চাইত না।

শিশু-কিশোর ও মাদকসেবন

শিশু-কিশোরদের মাদকসেবনের পেছনে নানা ধরনের ফ্যাক্টর থাকতে পারে। প্রথমবার শিশু-কিশোররা মাদকের সঙ্গে পরিচিত হয় সাধারণত কোনো সোশ্যাল সেটিংসে, যেখানে মাদকদ্রব্যের সহজলভ্যতা রয়েছে। আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে অধিকাংশ শিশু-কিশোরের মাদকসেবনে হাতেখড়ি ঘটে সাধারণত স্কুলে কিংবা পাড়া-মহল্লায় সমবয়সী বন্ধু-বান্ধবের দ্বারা প্ররোচিত হয়ে।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে মাদকদ্রব্যের সঙ্গে প্রথম পরিচয় প্রধানত হয়ে থাকে সাধারণত ধূমপানের মাধ্যমে, কেননা সিগারেট এদেশে অত্যন্ত সহজলভ্য, এবং শিশু-কিশোররাও বড়দের নাম করে খুব সহজেই দোকান থেকে সিগারেট কিনে আনতে পারে। সিগারেট খাওয়াকে অনেকে মাদকাসক্তি হিসেবে স্বীকার করতে না চাইলেও, এক গবেষণায় দেখা গেছে, বাংলাদেশের মাদকাসক্তদের মধ্যে শতকরা ৯৮ ভাগই ধূমপায়ী। অবস্থাটা এমন যে, অন্য কোনো মাদকের প্রতি আকৃষ্ট না হলেও সিগারেটের মাধ্যমে ধূমপান করে থাকে অনেকে, এবং যারা অন্যান্য মাদকসেবন করে, তারা অনেকটা নিশ্চিতভাবেই ধূমপায়ী হয়ে থাকে। তাই কেউ যদি ধূমপায়ী হয়, তাহলে একজন অধূমপায়ীর চেয়ে তার অন্যান্য মাদকের প্রতি আসক্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়।

শিশু-কিশোরদের নিয়মিত ধূমপান বা অন্যান্য মাদকসেবন হতে পারে মূলত অনিরাপত্তাবোধ থেকে, কিংবা সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্যতা লাভের আকাঙ্ক্ষার ফলে। অনেকে মাদকসেবনকে 'বয়সের দোষ' হিসেবেও অভিহিত করে থাকে। আদতেই, এই বয়সে শিশু-কিশোররা হয় অনেক বেশি বেপরোয়া, এবং যেকোনো কাজে তারা পরিণামের কথা চিন্তা না করেই অংশগ্রহণ করে ফেলে। এই অপরিণামদর্শিতাই শিশু-কিশোরদের মাদকের অপব্যবহারের দিকে ঠেলে দেয়।

শিশু-কিশোরদের মাদকাসক্তির পরিণাম

শিশু-কিশোরদের মাদকাসক্তির নেতিবাচক পরিণতিসমূহের মধ্যে রয়েছে:

- **মাদক নির্ভরশীলতা :** যেসব শিশু-কিশোর কম বয়স থেকেই মাদকাসক্ত হয়ে পড়ে, তাদের পরবর্তী জীবনে এর হার বৃদ্ধি এবং মাদকের প্রতি পুরোপুরি নির্ভরশীল হয়ে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে।
- **দুর্বল বিচারবুদ্ধি :** মাদকাসক্ত হওয়ার সঙ্গে বিচারবুদ্ধি লোপ পাওয়ার সম্পর্ক রয়েছে। যেসব শিশু-কিশোর মাদকাসক্ত, তাদের সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবনের মিথস্ক্রিয়ায় বারবার ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণের আশঙ্কা রয়েছে।
- **অনিরাপদ যৌনতা :** মাদকসেবন প্রায়ই শিশু-কিশোরদের উদ্বুদ্ধ করে ঝুঁকিপূর্ণ ও অনিরাপদ যৌন কর্মকাণ্ডে অংশ নিতে, যার ফলস্বরূপ অনেকে অপরিকল্পিতভাবে গর্ভবতী হয়ে পড়ে, কিংবা যৌন রোগের শিকার হয়।
- **মানসিক স্বাস্থ্যহানি :** কোনো শিশু-কিশোরের যদি আগে থেকেই বিভিন্ন মানসিক অবস্থা যেমন ডিপ্রেশন, অ্যাংজাইটি প্রভৃতি থাকে, মাদকাসক্তির ফলে সেগুলো আরো বৃদ্ধি পেতে পারে।
- **দুর্ঘটনার হার বৃদ্ধি :** অ্যালকোহল কিংবা অন্য কোনো মাদকসেবনের পর অনেক শিশু-কিশোরই ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করতে আগ্রহী হয়ে ওঠে। যেমন অনেকেই চায় নিজেদের গাড়ি বা মোটরসাইকেল চালানোর দক্ষতা অন্যদেরকে দেখাতে। এতে করে রাস্তায় তাদের নিজেদের তো বটেই, অন্যান্য যাতায়াতকারী বা পথচারীদেরও দুর্ঘটনায় প্রাণসংশয় দেখা দিতে পারে।
- **স্কুলের ফলাফলের অধঃপতন :** মাদকাসক্তির ফলে স্বভাবতই পড়াশোনায় মন বসে না, স্মৃতিশক্তিও লোপ পায়। এসবের ফলে অ্যাকাডেমিক পারফরম্যান্স নিম্নগামী হতে থাকে।

- **শারীরিক ক্ষতি :** মাদকসেবন একপর্যায়ে মাদকাসক্তিতে পরিণত হয়, এবং তা পরবর্তীতে মানুষকে বিভিন্ন শারীরিক অক্ষমতা ও দুর্বলতা, অসুস্থতা, এমনকি মৃত্যুর দিকেও ঠেলে দেয়। একেক ধরনের মাদক মানুষের শরীরে একেক রকমের নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হার্ট অ্যাটাক, স্ট্রোক, সিজার, লিভার ফেইলিয়র, হার্ট ফেইলিয়র, হার্ট-লিভার-ফুসফুস-কিডনি অকেজো হয়ে যাওয়া, সিজোফ্রেনিয়া, হ্যালুসিনেশন, প্যারানয়া ইত্যাদি।

সন্তানের সঙ্গে কথা বলুন মাদকের ব্যাপারে

যেকোনো বিষয়ে শিশু-কিশোরদের সচেতন করতে বা তাদেরকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে একটি উপায় হলো সোজাসুজি, খোলামেলা তাদের সঙ্গে ওই প্রসঙ্গে কথা বলা, দুনিয়া ও পরকালের ক্ষতি সম্পর্কে বুঝানো। আপনার শিশু বা কিশোর বয়সী সন্তান যদি মাদকসেবী না-ও হয়, তার সঙ্গে এ ব্যাপারে কথা বলতে হবে। তাকে বুঝিয়ে বলতে হবে সিগারেট, অ্যালকোহল ও অন্যান্য নেশাদ্রব্যের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে, এবং কেন তার এগুলো সেবন করা উচিত না।

মাত্র একবারের আলাপচারিতার মাধ্যমেই শিশু বা কিশোর বয়সী সন্তান পুরোপুরি মাদকাসক্তির কুফল সম্পর্কে জেনে যাবে এবং বাবা-মা এর কথা অক্ষরে অক্ষরে মানবে, এমন আশা করা হবে বোকামি। তার সঙ্গে প্রয়োজনে বেশ কয়েকবার কথোপকথনে অংশ নিতে হতে পারে। এবং এক্ষেত্রে বাবা-মা কে এমন কোনো সময় বেছে নিতে হবে, যখন অন্য কোনো কারণে, যেমন- ফোন আসা বা কাজের চাপে, আপনাদের আলোচনা ব্যাহত না হয়।

এছাড়া কোন সময়ে এ ধরনের স্পর্শকাতর ইস্যুতে কথা বলা উচিত নয়, সেটিও টাদের বুঝতে হবে। যেমন: যখন আপনি আপনার সন্তানের উপর রেগে রয়েছে, যখন আপনি আপনার সন্তানের করা বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিতে প্রস্তুত নন, কিংবা যখন আপনার

সন্তান মাদকদ্রব্যের প্রভাবে শারীরিক ও মানসিকভাবে ভারসাম্যহীন হয়ে রয়েছে, তখন কোনোভাবেই এ ধরনের আলোচনা শুরু করা যাবে না।

সন্তানের সঙ্গে মাদকদ্রব্য সম্পর্কে অন্যান্য যেসব বিষয়ে কথা বলবেন-

- **দৃষ্টিভঙ্গি জানতে চাওয়া:** শুরুতেই কোনো লেকচার দেয়া আরম্ভ করা যাবে না, কেননা শিশু-কিশোররা লেকচার শুনতে পছন্দ করে না। বরং সন্তানের কাছে তার মতামত জানতে চাইতে হবে যে সে মাদকদ্রব্য ব্যবহার সম্পর্কে কী ভাবে। এবং এক্ষেত্রে সত্যিটা সন্তানের মুখ থেকে বের করে আনার জন্য বাবা-মা কে অবশ্যই সেই আশ্বাস বা নির্ভরতা দিতে হবে যে তার কথা শুনে কোনো বাড়াবাড়ি রকমের প্রতিক্রিয়া বাবামা না দেখায়।

- **মাদকদ্রব্য ব্যবহার না করার কারণ আলোচনা করুন:** আপনি যদি মাদকসেবনের কুফল বা ক্ষতিকর দিকসমূহ সম্পর্কে ভালোভাবে অবগত হন, তারপরও আপনার উচিত হবে না সেগুলো পরপর বলে আপনার সন্তানকে ভয় দেখানো। কেননা শিশু-কিশোররা এই বয়সে ভয় দেখানোও পছন্দ করে না। বরং তাদেরকে যদি কেউ কোনো ব্যাপারে ভয় দেখায়, তাহলে তাদের মনে আরো বেশি করে জেদ চাপে ওই কাজটি করার। তাই আপনাকে ভয় দেখানোর ফন্দি থেকে বের হয়ে এসে, স্বাভাবিক ভঙ্গিতে তাকে জানাতে হবে যে মাদকদ্রব্যের ব্যবহার কীভাবে তার পড়াশোনা, খেলাধুলা, স্বাস্থ্য, চেহারা প্রভৃতির ক্ষতি করতে পারে।

- **গণমাধ্যমের মেসেজ সম্পর্কে সচেতন হোন:** আজকাল সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম থেকে শুরু করে টেলিভিশন অনুষ্ঠান, চলচ্চিত্র, গান ইত্যাদিতে মাদকসেবনকে গ্ল্যামারাইজ করে দেখানো হয়। আবার অনেক ক্ষেত্রে এগুলোকে এতটাই স্বাভাবিক কাজ হিসেবে দেখানো হয় যেন সকলেই মাদকসেবী হয়ে থাকে। গণমাধ্যমের এ ধরনের কনটেন্ট শিশু-কিশোরদের মনে মাদকদ্রব্য সম্পর্কে ভুল ধারণার বীজ বপন করে দিতে পারে। তাই আপনার সন্তান কোন

ধরনের গণমাধ্যম বা কনটেন্টের সংস্পর্শে আসছে, এবং সেগুলো তার জন্য ক্ষতিকর হতে পারে কি না, সে ব্যাপারে সচেতন হতে হবে।

- **পিয়ার প্রেশারকে না বলতে শেখান:** মাদকসেবনের কুফলের পাশাপাশি আপনার সন্তানকে পিয়ার প্রেশার সম্পর্কেও অবহিত করুন। তাকে জানান, জীবনে চলার পথে বন্ধুবান্ধব, সহকর্মী অনেকের কাছ থেকেই অনেক ধরনের প্রস্তাব বা প্ররোচনা আসতে পারে, এবং সেগুলো মানার জন্য তাদের উপর চাপও প্রয়োগ করা হতে পারে। কিন্তু এ ধরনের পিয়ার প্রেশারে কোনোভাবেই হার মানা যাবে না। নিজের বিচারবুদ্ধিকে কাজে লাগিয়ে সবসময় নিজে থেকেই নিজের ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্তটি নিতে হবে।

- **নিজের মাদকসেবনের কথাও আলোচনা করুন:** আপনি হয়তো ইতঃপূর্বে একজন মাদকসেবী ছিলেন, কিন্তু এখন ছেড়ে দিয়েছেন। তাহলে আপনার সন্তানের সঙ্গে খোলামেলা আলোচনা করুন যে ঠিক কী কারণে আপনি মাদকদ্রব্যকে বিদায় জানালেন। আবার যদি এমন হয় যে আপনি কখনোই মাদকসেবী ছিলেন না, তাহলে কেন ছিলেন না, সে কারণ এবং আপনার ব্যক্তিগত অনুভূতি আপনার সন্তানের সঙ্গে শেয়ার করুন।

- **সন্তানের রোল মডেল হয়ে উঠুন:** সন্তানের সামনে একজন প্রকৃত রোল মডেল হয়ে ওঠা সবচেয়ে জরুরি। আপনি যদি নিজে কোনো বাজে কাজের সঙ্গে জড়িত থাকেন, স্বাভাবিকভাবেই আপনার সন্তানও আপনার দেখাদেখি সেই কাজ করতে শিখবে। তাই আপনি নিজে যদি একজন মাদকসেবী হয়ে থাকেন, তাহলে আপনি হাজার চেষ্টা করেও আপনার সন্তানকে পুরোপুরি বিশ্বাস করাতে পারবেন না যে মাদকসেবন আসলেই ক্ষতিকর। তাই আগে নিজে মাদকসেবন ছাড়ুন, তারপর নিজের সেই আদর্শটি আপনার সন্তানের সামনে তুলে ধরুন।

অন্যান্য করণীয়

সন্তানকে মাদকদ্রব্যের হাত থেকে রক্ষার্থে আপনার রয়েছে আরো কিছু করণীয়। যেমন:

- আপনার সন্তান কোথায় যায়, কাদের সঙ্গে মেশে, সে ব্যাপারে সবসময় খবরাখবর নিন।
- আপনার সন্তানের বন্ধুবান্ধবদের ভালো করে চিনুন, তাদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে নিশ্চিত হোন যে তারা আপনার সন্তানের জন্য অসৎ সঙ্গ নয়।
- আপনার পরিবারের কিছু নির্দিষ্ট বিধি-নিষেধ তৈরি করুন, এবং আপনার সন্তানকে সেসব বিধি-নিষেধের নেপথ্যে যুক্তিসঙ্গত কারণ ব্যাখ্যা করুন। তাকে আরো জানান ঐসব বিধি-নিষেধ অমান্য করার ফলাফল কী হতে পারে।
- আপনার সন্তানের প্রেসক্রিপশনের উপর সজাগ দৃষ্টি রাখুন। যেকোনো অসুস্থতায় তাকে যদি ডাক্তার কর্তৃক প্রেসক্রাইব করা ওষুধ খেতে বলা হয়, তাহলে কেবল সেই ওষুধগুলোই সে সঠিক পরিমাণে খাচ্ছে কি না, এবং সেসব ওষুধের বাইরে আর কিছু খাচ্ছে কি না, তা খেয়াল রাখুন।
- সন্তানের ভালো বন্ধু হয়ে উঠুন, তার মনের খবর রাখুন, যেকোনো সময় তার দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিন। মনে রাখবেন, আপনার মানসিক সহায়তা যদি সে সবসময় পায়, এবং ব্যক্তিগত, পারিবার ও সামাজিক জীবন নিয়ে যদি তার মধ্যে কোনো অনিরাপত্তাবোধ না থাকে, তবে তার মাদকাসক্ত হয়ে পড়ার আশঙ্কা অনেকাংশেই কমে যায়।

মাদকাসক্তির রেড ফ্ল্যাগ

হঠাৎ করে যদি নিম্নলিখিত আচরণগুলো আপনার সন্তানের মধ্যে দেখতে পান, তাহলে ধারণা করতে পারেন যে আপনার সন্তান সম্ভবত মাদকাসক্ত হয়ে উঠেছে:

- মারমুখী ও আগ্রাসী আচরণ করলে;

- চুপচাপ হয়ে গেলে বা নিজেকে সামাজিক মিথস্ক্রিয়া থেকে গুটিয়ে নিলে;
- খাওয়া ও ঘুমের প্যাটার্ন পরিবর্তিত হলে;
- শারীরিক অবয়বের পরিবর্তন বা আকস্মিক স্বাস্থ্যহানি ঘটলে;
- বারবার অদায়িত্বশীল আচরণ, এবং সামগ্রিকভাবে আগ্রহের অভাব দেখা দিলে;
- কোনো ধরনের অসুস্থতা না থাকা সত্ত্বেও তার ঘরে ওষুধের শিশি বা পাতা দেখা গেলে।

সন্তান মাদকাসক্ত হয়ে পড়লে করণীয়

সন্তান মাদকাসক্ত হয়ে পরলে, তাহলে নিম্নলিখিত কাজগুলো করতে হবে:

- **কথা বলুন :** শুরুতেই মাথা গরম করে তাকে বকাবকি করবেন না বা তার কোনো কাজে বাধা দেবেন না। বরং ঠান্ডা মাথায় তার সঙ্গে কথা বলুন, নিশ্চিত হওয়ার চেষ্টা করুন যে সে আসলেই মাদকসেবন করছে কি না।
- **সৎ হতে উৎসাহ দিন :** প্রাথমিকভাবে আলাপচারিতার মাধ্যমেও যদি আপনি নিশ্চিত হতে না পারেন, তাহলে শান্তভাবে তাকে আপনার প্রশ্নটি সরাসরি করুন। এছাড়া অন্য যেসব কারণে প্রথম আপনার মনে সন্দেহের উদ্রেক ঘটেছে, সেগুলোর ব্যাপারেও জানতে চেয়ে দেখুন সন্তোষজনক উত্তর পান কি না।
- **ব্যক্তিকে নয়, আচরণকে গুরুত্ব দিন :** যদি প্রমাণ পেয়ে যান যে আসলেই আপনার সন্তান মাদকসেবন করছে, তাহলে ভুলেও এর জন্য আপনার সন্তানকে সরাসরি দায়ী করবেন না, কিংবা তাকে রাগের মাথায় কোনো নেতিবাচক বিশেষণে অভিহিত করবেন না। মনে রাখবেন, আপনাকে কথা বলতে হবে কেবল তার ক্ষতিকর অভ্যাস ও আচরণ নিয়ে, এবং তাকে বোঝাতে হবে যে মাদকসেবনের ফলে ঐসব অভ্যাস ও আচরণ ভবিষ্যতে আরো ক্ষতিকর হয়ে উঠতে পারে।

- **নিয়মিত খবর নিন :** নিয়মিত আপনার সন্তানের খবরাখবর নিতে শুরু করুন। বাসায় ফেরার পর বন্ধুসুলভ আচরণের মাধ্যমে সে কোথায় গিয়েছিল, কী করছিল এসব জানতে চান, এবং অন্য কোনো উপায়ে তার উত্তরগুলোর সত্যতা যাচাই করে নিন।
- **পেশাদারের সাহায্য নিন :** যদি নিজে নিজে বুঝিয়ে-শুনিয়ে, খবরাখবর নিয়েও সন্তানকে মাদকের পথ থেকে ফিরিয়ে আনতে না পারেন, সেক্ষেত্রে আপনাকে অবশ্যই পেশাদার কারো সাহায্য নিতে হবে। সেটি হতে পারে কোনো চিকিৎসক, কাউন্সেলর বা স্বাস্থ্যসেবা বিশেষজ্ঞ। এরপর তার পরামর্শ অনুযায়ী পরবর্তী পদক্ষেপ নিন।

সর্বোপরি, আল্লাহ যা আদেশ করেন তার মধ্যে অপরিসীম প্রজ্ঞা রয়েছে, কারণ শরিয়াহ মানবজাতির সর্বাধিক উপকার এবং সম্ভাব্য ক্ষতি হ্রাস করার চেষ্টা করে। তাই সন্তানদেরকে ছোট বেলা থেকেই শরিয়াহ জ্ঞান দান ও উহার উপর আমল করানো অতিব জরুরি বিষয়। আপনি ও আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততি নিয়মিত নামায আদায় করলে , কুরআন তিলাওয়াত করলে এবং দ্বীনের অনুসরণ করলে কখনো খারাপ পথে গমন করবে না, ইনশা'আল্লাহ্। সুতরাং অতি সত্তর দীনি আমল শুরু করা জ্রুরি, এবং তাদের সাথে বারবার মাদকের বিপদ সম্পর্কে কথা বলা ও তাদের এ সম্পর্কে সাবধান করা আমাদের কর্তব্য ।

তথ্যসূত্রঃ

1. Talking to Teens about Drugs and Alcohol: A Qur'anic Approach | Yaqeen Institute for Islamic Research
2. Drug abuse alarmingly rising in Bangladesh | The Daily Star
3. Bangladesh drug war - Wikipedia

উপসংহার

মাদকের রূপ অত্যন্ত ভয়াবহ ও আগ্রাসী। একে অনেকটা এইডস-এর সঙ্গে তুলনা। করা যেতে পারে। এইডস আক্রান্ত ব্যক্তির মতই মাদকাসক্তি মানুষকে ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে ঠেলে নিয়ে যায়। ইয়াবা ও হেরইনের মত মাদকদ্রব্য মানুষের শরীরের সমস্ত রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ধীরে ধীরে নষ্ট করে দেয়। এ থেকে বাঁচার একমাত্র পথ আল্লাহর হুকুম মেনে চলা। মুমিনের প্রতি কুরআন মাজীদের ইরশাদ-

হে মুমিনগণ! তোমরা সর্বাত্মকভাবে ইসলামে প্রবেশ কর এবং শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো না। নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। -সূরা বাকারা (২) : ২০৮

সুতরাং মুমিনের কর্তব্য, পূর্ণাঙ্গভাবে ইসলামে প্রবেশ করা এবং জীবনের সকল অঙ্গনে ইসলামের সঠিক শিক্ষা ও বিধানের চর্চা ও বিস্তারে ব্রতী হওয়া। তাহলে আল্লাহর ইচ্ছায় আমাদের জীবনে পূর্ণ শান্তি বিরাজ করবে এবং ইসলাম শান্তির ধর্ম কথাটির সত্যতা ও যথার্থতা বাস্তবরূপে প্রতিফলিত হবে।

তথ্যসূত্রঃ

মাসিক আলকাউসার - “ইসলাম শান্তির ধর্ম” : কেন ও কীভাবে (alkawsar.com)

সমাপ্ত

এই থিসিস পেপারটি একটি ইন্টারন্যাশনাল জার্নালে পাবলিশ করা হয়েছে।

ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল লিংকঃ https://www.academia.edu/111397657/